বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা

ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া



ডক্টর বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, মাতা সোনাপতি বড়ুয়া, পিতা দীনগোপাল বড়ুয়া। তিনি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত পশ্চিম আধার মানিক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালি বিষয়ে বিএ (অনার্স) ও এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০০ খ্রিস্টান্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণাধর্মী পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ রয়েছে। তাছাড়া তিনি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি বিনয়ী, সদালাপী, সর্বদা হাস্যোজ্জ্ল এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীক। ভারত এবং বাংলাদেশে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে যে কজন প্রথিতযশা অধ্যাপক-গবেষক রয়েছেন তিনি তাঁদের উত্তরসূরি। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন তিনি। ইতোমধ্যে তার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন— সদ্ধন্ম সংগহো (একটি বৌদ্ধ ঐতিহ্য), পালি মঞ্জুসা (পালি বিষয়ক ব্যাকরণ), দাঠাবংস, জিনচরিত (বুদ্ধের জীবন ইতিহাস), বাঙালি বৌদ্ধ সংস্কৃতি।

বিভিন্ন একাডেমিক, স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা রয়েছে। তনাধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সদস্য– বাংলা একাডেমি, জীবনসদস্য– বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, জীবনসদস্য– পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, জীবনসদস্য– পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতি সংসদ, সাবেক সভাপতি– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক– বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ (ঢাকা অঞ্চল), প্রাক্তন সম্পাদক– ময়নামতি (বৌদ্ধর্মর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মুখপত্র)। তাছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর একাডেমিক কমিটির নির্বাচিত সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব-এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে তিনি অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান– পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ এবং সিনেট সদস্য– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



বাংলাদেশ বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতার জন্য বিখ্যাত। এদেশে অতীতে সুদীর্ঘকাল থেকে বৌদ্ধরা বসবাস করে আসছে। গ্রন্থটিতে ১৯২১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বৌদ্ধদের ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা ড. বিমান চন্দ্ৰ বড়ুয়া





	বাংলাদেশে বৌদ্ধ
	ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা
লেখক	ড. বিমান চন্দ্ৰ বড়ুয়া
প্ৰকাশক	এস ডি হাসান
প্রকাশনা	আবিষ্কার
	কনকর্ড এস্পোরিয়াম, কাঁটাবন,
	ঢাকা ১২০৫
প্রকাশকাল	অক্টোবর ২০১৬
প্রচ্ছদ	আইয়ৃব আল আমিন
শ্বতৃ	লেখ ক
বর্ণবিন্যাস	আবিষ্কার
মুদ্রণ	মদিনা প্রিন্টার্স, কাঁটাবন, ঢাকা
মূল্য	১৮০.০০ টাকা

ISBN: 978-984-92117-9-2
Bangladeshe bouddho Bhougalik O jonomitik abostha
by Dr. Biman Chandra Barua
Published by ABISHKAR

Concord Emporium Shopping Complex, Katabon, Dhaka 1205

Phone: +88-02-9674099, 01762562090

E-mail: abishkarpublicationdhaka@gmail.com Price: TK 180.00 or \$ 10.00 only

Printed in Bangladesh

পরিবেশক

রকমারিডটকম, ঢাকা 🏿 মুক্তধারা, আমেরিকা সঙ্গীতা দিমিটেড, যুক্তরাজ্য 🗈 এটিএন বুক এন্ড ক্রাফটস, কানাডা

উৎসর্গ

যাঁদের অপত্য স্লেহে লালিত-পালিত, পৃথিবীর আলো-বাতাস ও অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছি সেই পরম পৃজনীয় পিতা দানী গোপাল বড়ুয়া ও মাতা সোনাপতি বড়ুয়া এবং অকৃত্রিম স্লেহ ভালবাসা আদরের সম্ভান বি এন প্রত্যয় বড়ুয়া

সূচীপত্র	
প্ৰসঙ্গ কথা	०१
প্রথম অধ্যায়	
বাংলাদেশে বৌদ্ধ ও ভৌগোলিক অবস্থান	৫০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
বৌদ্ধ জনমিতিক বৈশিষ্ট্য	88
তৃতীয় অধ্যায়	
বৌদ্ধ জনবিস্তরণ	৬০
চতুর্থ অধ্যায়	
বৌদ্ধ জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা	98
পঞ্চম অধ্যায়	
বৌদ্ধ জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি	৭৮

৮৫

উপসংহার

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি, অর্থাৎ এদেশের মাটি অনেক উর্বর। এখানে রয়েছে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ও অন্যান্যদের বসবাস। গৌতম বৃদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম মানবতাবাদের ধর্ম। মানবতাবাদে উদ্বৃদ্ধ হয়ে অতীতের সুদীর্ঘকাল থেকে বৌদ্ধরা এদেশে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশের ইতিহাস বিনির্মানে তারা এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। অনেকেই তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি, ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তবে, বইয়ের অভাবে তা যথাযথভাবে জানা সম্ভব হয় না। এ গ্রন্থটির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যার মাধ্যমে পাঠক সমাজ ১৯২১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধদের ভৌগোলিক এবং জনমিতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

অত্যন্ত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় আগ্রহী পাঠকদের পাঠযোগ্য করে গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। এতে বৌদ্ধ বসতির ভৌগোলিক অবস্থান, জনমিতিক অবস্থা, জনবিস্তরণ, পরিবর্তনশীলতা ও জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি যথাসাধ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। শিক্ষার্থী এবং জ্ঞান আহরণেসু পাঠকসমাজ বইটি পড়ে যৎসামান্য উপকার পেলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করব। সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাভিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমার স্ত্রী মিসেস নীক্র বড়ুয়াকে অশেষ ধন্যবাদ।

বানান শুদ্ধ রাখার জন্য সর্বাঙ্গীন প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও প্রমাদজনিত ভূল থেকে যেতে পারে, তার জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

প্রথম অধ্যায় বাংলাদেশে বৌদ্ধ ও ভৌগোলিক অবস্থান

উপস্থাপনা
বর্তমান স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও উপমহাদেশের
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল। প্রাচীন বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ করা
খুবই কঠিন। 'বৃহৎবঙ্গ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে; 'বাংলাদশের সীমা
নির্দেশ করা কঠিন। প্রাচীনকালে এদেশের রাষ্ট্রসীমানার পরিবর্তন হয়েছে তা
নির্ণয় করা সহজ নয়। পুরাকালে চীন, ব্রহ্ম, কলিঙ্গ, আরাকান, ত্রিপুরা,
প্রভৃতি নানাদেশ এ ভূ-ভাগের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এদেশের রাষ্ট্রীয়
কলেবরকে যুগে যুগে বহুভাগে বিভক্ত করেছে । প্রাচীনকালে বাংলাদেশের
কোনো সীমারেখা ছিল না। খণ্ড খণ্ড রাজ্য ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিম
বঙ্গে তখন রাঢ় ও তামলিগু, পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল,
উত্তরবঙ্গে পদ্ধু ও বরেন্দ্র নামে আলাদা আলাদা রাজ্য ছিল। বর্তমানে
উত্তরবঙ্গের একাংশ এবং পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি স্থান নিয়ে ছিল গৌররাজ্য।
বৃহত্তর প্রাচীন বাংলার অংশ বিশেষ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির উত্তরে ভারতের
পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও

মায়ানমারের অংশ বিশেষ. পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রদেশ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ক্ষুদ্র দেশটি ঐতিহাসিক কাল থেকে প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য-কৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। বিশ্বের প্রধান চার ধর্মাবলম্বী মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর বসবাসের স্থান বাংলাদেশ। উনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশী বৌদ্ধদের জাতীয় জীবনে এক নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। এ সময় এদেশে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ দেখা দিলে বৌদ্ধধর্ম আবার নতুন মহিমায় সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করে। বৃটিশ আমলে সরকারী সহানুভূতি লাভ করে বৌদ্ধরা সামনের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হয়। বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত রবীন্দ্র বিজয় বলেন; 'বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির খুব অল্পসময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার হয়' 🗟 দেশের প্রাচীন রাজনৈতিক-সামাজিক, সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক আবর্তন-বিবর্তনে এবং পরিবর্তনে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম রেখেছে সুমহান উল্লেখযোগ্য বিশেষ অবদান। এদেশে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের বসবাসকারী জনগণের মধ্যে বর্তমানে সংখ্যায় বৌদ্ধদের অবস্থান তৃতীয়। এদেশের বৌদ্ধরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি, শিক্ষায়-দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বোপরি দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রতিনিয়ত নিরলসভাবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধর চারটি মূলভাগে বিভাজিত। যথা:

- ১. সমতলীয় বাঙালি বৌদ্ধ;
- ২. পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বৌদ্ধ ;
- ৩. সমতলীয় রাখাইন বৌদ্ধ এবং
- 8. উত্তরবঙ্গের ওরাঁও আদিবাসী বৌদ্ধ

বাংলাদেশের বৌদ্ধরা থেরবাদী তথা হীনযানী বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যার আদিবাসী বৌদ্ধরাই সর্বাধিক। বেশীর ভাগ বৌদ্ধদের আবাসস্থল বাংলাদেশে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে। এদেশের বৌদ্ধরা সংখ্যার অল্প হলেও তারা বৌদ্ধর্ম দর্শন, সভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টিকারী মহামতি বুদ্ধের উত্তর পুরুষ। নানারকম ঘাত-প্রতিঘাতে রাজানুক্ল্যের অভাবে নিজেদের দূর্বলতা ও অদ্রদর্শীতায় বৌদ্ধর্ম দ্বাদশ শতান্দীর মধ্যে জন্মস্থান হতে বিলুপ্ত হলেও স্দুর অতীতকাল হতে বাংলাদেশে দেদীপ্যমান। বাংলাদেশের সামাজিক

সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাস দক্ষিণ-পূর্ব ও ভারত উপমহাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস, সভ্যতা, প্রত্নতাত্ত্বিক বৌদ্ধ ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিতে তারা গৌরবের দাবীদার।

১. সমতলীয় বাঙালি বৌদ্ধ

এক সময় বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ বৌদ্ধদের অতি পুণ্য ও পবিত্রময় তীর্থভূমি ছিল। কালের বিবর্তনের ক্রমধারায় আজো হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ অতীতের সুদীর্ঘকাল থেকে এদেশে বসবাস করে আসছে সম্প্রীতি-সদ্ভাব ও ভ্রাভৃত্ববোধের মাধ্যমে।

ত্রিপিটকের অন্তর্গত পালি 'মহাবর্গ' নামক গ্রন্থ এবং ত্রিপিটক বহির্ভূত (Non canonical text) অন্যতম গ্রন্থ 'শাসনবংশ' মতে;' বার্মার তপস্সু ও ভল্লিক নামক বণিকদ্বর বুদ্ধের কাছে গমন করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে এবং বুদ্ধের আটটি কেশধাতু নিয়ে সুবর্ণ ভূমিতে (বার্মা) চৈত্য নির্মাণ করেন। তাছাড়া অন্যান্য ত্রিপিটক বহিভূত গ্রন্থ 'দীপবংস' ও 'মহাবংস' গ্রন্থ মতে; খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য ভিক্ষু সোন ও উত্তরাকে সূবর্ণভূমিতে প্রেরণ করেন। তপস্সু, ভল্লিক, ভিক্ষু সোন ও উত্তরা চউ্টগ্রাম হয়ে সুবর্ণভূমিতে গমন করে থাকবেন। কারণ হিসেবে বলা যায়, ভারতবর্ষ থেকে সুবর্ণভূমিতে গমন করার এটাই ছিল একমাত্র সহজ ও অন্যতম পথ। স্বাভাবিকভাবে ধর্ম প্রচারকরা এ সময় চউ্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। তখন স্থানীয় আদিম জনগোষ্ঠী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। চউ্টগ্রামের মৌর্য-পূর্ব যুগের কোনো সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইতিহাসবিদ ড. সুনীতি ভূষণ কানুগো এ বিষয়ে বলতে গিয়ে 'A Histroy of Chittagong ' নামক গ্রন্থে বলেন;

There is, however, reason to believe that during that time (the pre-maury and the mauryan) the Buddhist priests and missionaries from India regularly poured in Burma and the other far Eastern countries through this district (Chittagong) and the Buddhist pilgrims from those countries

travelled through the district to visit the holy places in India.°

এ ব্যাপারে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর অভিমতটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

We have also argued that the mauryan as possibly went as far East samatata and the Chittagong coast. that they went up to Meghna is amply clear by the location of the site of wari-bateswer (Narsinghdi area of the Dhaka, archaeological site of 200 B.C) .We believe that any power which come up to the Meghna gets to know samatata and chittagong coast as well.8

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 'রাজোয়াং' নামক গ্রন্থে আরাকান ও প্রাচীন রাজাদের ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্য-উপাদান রয়েছে।

ক্রেপ্র্যুর্য নামক একজন প্রভাবশালী রাজা চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৫১ খ্রি. চন্দ্রসূর্য নামে মগধের একজন সামন্তরাজা সসৈন্যে আরাকান অধিকার করে রাজ্য স্থাপন করেন এবং সেই রাজ্যের রাজা হন তিনি।

১৫১ খ্রি. চন্দ্রসূর্য নামে মগধের একজন সামন্তরাজা সসৈন্যে আরাকান অধিকার করে রাজ্য স্থাপন করেন এবং সেই রাজ্যের রাজা হন তিনি।

১৫১ খ্রি. চন্দ্রসূর্য রাজা কন্দ্রসূর্যের সামরিক অভিযানে মগধাগত হিন্দু ও বৌদ্ধ সৈনিকদের সংমিশ্রণে চন্ট্রগ্রামের নিম্নবর্গের হিন্দু ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

অনুমান করা হয়, এ সময় মগধাগত বা আরকানি বৌদ্ধদের সাথে চন্ট্রগ্রামের আদিম জনগোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে রক্ত সংমিশ্রণে চন্ট্রগ্রামের বৌদ্ধদের উদ্ভব হয়। ফলে চন্ট্রগ্রামের বৌদ্ধদের চেহারায়, আচার-আচরণে, রীতি-নীতিতে, সংস্কৃতিতে, আরকানি ও মঙ্গোলীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের চেহারা কিংবা সামাজিক রীতি-নীতি দ্বারা চন্ট্রগ্রামের সমতলীয় বৌদ্ধরা আরাকানি বা মগধাগত মগ বা মঙ্গোলিয় বংশোদ্ব্ বৌদ্ধ প্রমাণিত হয় না।

এখানে আরো বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, চট্টগ্রামে মোগল শাসক কর্তৃক

মগধাওয়ানী বা মগ পালায়নীতে আরাকানি মগ আধিবাসীরা চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে আরাকান চলে গেলেও চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধরা পালিয়ে যায়নি। কারণ তারা এতদ্ঞ্চলের আদি বাসিন্দা। একসময় বাঙালি বৌদ্ধদেরকে হিন্দু এবং মুসলমানরা মগ নামে অভিহিত করতো। তাছাড়া তাদেরকে রাজবংশীয় বলা হতো। তার সত্যতা দেখা যায়, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ G. H. Hervey এর উক্তিতে।

এখানে তিনি বলেন; 'It (Magh) is given to them (Arakanese) by the people of Bengal and also class of people now found mostly in the district of Chittagong and who called themeseleves Rajbansi. The latter claim to be of the same race as one dynasty of the king of Arakan and hence the name have themselves assumed. They are Buddhist in religion. Their language now Bengali of Chittagong dialect and they have a distinctive by it is not Mogolian'.

পঞ্চদশ শতকের পদাবলী সাহিত্যে বড়ু চণ্ডীদাসের একটি পদে 'বড়ুয়া' শব্দের প্রায়োগিক ব্যবহার দেখা যায়। পদটি নিমুরূপ;

একে তুমি কুল নারী কুল আছে তোমার বৈরী আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।^{১০}

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত চাকমা ও বড়ুয়াদের মধ্যে এক সময় পারস্পরিক নিবিড়-গভীর সম্পর্ক ছিল। চাকমা সমাজে বড়ুয়া নামে একটি গোঁজা (গোত্র) রয়েছে। এছাড়া চাকমা সরকারে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বড়ুয়া জাতি চাকুরী করে আসছে। ১১ তাছাড়া আদিম জনগোষ্ঠীর মতো সমতলীয় বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধদের খাওয়া-দাওয়ায় কোনো রকম বাধ্যবাধকতা নেই কিংবা কোনোরূপ সংস্কার নেই। মঙ্গোলিয় বংশোদ্ধৃত জনগোষ্ঠীর দাঁড়ি গোঁফ উঠে না কিন্তু বড়ুয়া বৌদ্ধদের দাঁড়ি গোঁফ গজায়। সুতরাং বলা যায়, পরবর্তীতে হিন্দু ও মুসলমাদের মতো চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেয়। বাংলাদেশে সমতল অঞ্চলের বৌদ্ধরা সচরাচর বড়ুয়া নামে সমধিক পরিচিতি

লাভ করে। বড়ুয়া পদবী মূলত তাদের নামবাচক উপাধিতে পরিণত হয়েছে। তবে নানাবিধ পেশাগত পদবীও তাদের মধ্যে অনেকেই ব্যবহার করে। যেমনঃ সিকদার, তালুকদার, চৌধুরী ও মুৎসুদ্দি পদবী ব্যবহার করে। উপরিউক্ত পদবীগুলো বৌদ্ধরা মূলত বৃটিশ শাসনামল থেকে ব্যবহার করে আসছে। বৌদ্ধর্মে কোনো ধরনের জাতিভেদ কিংবা বর্ণ-বৈষম্য প্রথা না থাকার কারণে বিভিন্ন শাসকের শাসনামলে বিশেষ করে বৃটিশ আমলে শাসনকার্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন পদবী গ্রহণ করেছে। কুমিল্লা এবং নোয়াখালি অঞ্চলের বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায় পদবী হিসেবে সিংহ পদবী ব্যবহার করে। তাদের উপাধি সিংহ হলেও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ, বিবাহ, সামাজিক রীতি-নীতি সবই সমতলীয় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মতোই। তবে কুমিল্লা এবং নোয়াখালি অঞ্চলের অনেক বৌদ্ধরাই বড়ুয়া পদবী ব্যবহার করে। সমতলীয় বাঙালি বৌদ্ধরা ধর্মীয় আচার-আচরণ ছাড়াও এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতি উত্তরাধিকারী। উনবিংশ শতান্দীর পূর্বে বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধরা কখনো থেরবাদী আবার কখনো মহাযানী

সমতলার বাঙালে বোন্ধরা বমার আচার-আচরণ ছাড়াও এদেশের হাতহাসঐতিহ্য এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতি উত্তরাধিকারী। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে
বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধরা কখনো থেরবাদী আবার কখনো মহাযানী
কিংবা তান্ত্রিক বৌদ্ধর্মের অনুসারী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ড. নীহার
রঞ্জন রায় বলেন, এ সময় বার্মা এবং আরাকানেও একই অবস্থা বিরাজমান
ছিল। ১২ বর্তমানে এদেশে বসবাসরত সকল বৌদ্ধই থেরবাদী বৌদ্ধ
ভাবাপন্ন। সমতলের বাঙালি বৌদ্ধরা বৃহত্তর জাতিসন্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ
বিশেষ। যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় কয়েক হাজার বছরব্যাপী বিবর্তনে বাঙালি
জনগোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটেছে বাঙালি বৌদ্ধ তারই একটি অংশ। ধর্মগত
ভিন্নতা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বাদ দিলে জীবনাচরণে ঐতিহ্য ও
সংস্কৃতিতে তারা বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুর সঙ্গে একই জাতীয়তা সূত্রে
গ্রথিত। ১৩

বাংলাদেশে সমতলীয় বাঙালি বৌদ্ধ কোনো কোনো অঞ্চলে বসবাস করে তার একটি ধারণা সারণির^{১৪} মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
চউগ্রাম	রাউজান	রাউজান
চউগ্রাম	রাউজান	জামুয়াইন
চট্টগ্রাম	রাউজান	হিঙ্গলা
চউগ্রাম	রাউজান	কদলপুর
চউগ্রাম	রাউজান	পাহাড়তলী
চউগ্রাম	রাউজান	সুরঙ্গা
চউগ্রাম	রাউজান	পূর্ব আধার মানিক
চউগ্রাম	রাউজান	পশ্চিম আধার মানিক
চউগ্রাম	রাউজান	মধ্যম আধার মানিক
চউগ্রাম	রাউজান	উত্তর গুজরা
চউগ্রাম	রাউজান	পূর্ব বিনাজুরী
চউগ্রাম	রাউজান	পশ্চিম বিনাজুরী
চউগ্রাম	রাউজান	মধ্যম বিনাজুরী
চউগ্রাম	রাউজান	পূর্ব ইদিলপুর
চউগ্রাম	রাউজান	পশ্চিম ইদিলপুর
চউগ্রাম	রাউজান	মধ্যম ইদিলপুর
চউগ্রাম	রাউজান	খৈয়াখালি
চউগ্রাম	রাউজান	হোয়াড়া পাড়া
চউগ্রাম	রাউজান	ছাদাংগরখীল
চউগ্রাম	রাউজান	পূর্ব গুজরা
চউগ্রাম	রাউজান	হলুদিয়া
চউগ্রাম	রাউজান	আবুরখীল
চউগ্রাম	রাউজান	উত্তর ঢাকাখালি
চউগ্রাম	রাউজান	দক্ষিণ ঢাকাখালি
চউ্ডথাম	রাউজান	ডোমখালি
চউগ্রাম	রাউজান	পাঁচখাইন
চউগ্রাম	রাউজান	বাগোয়ান

চউগ্রাম	রাউজান	নোয়াপাড়া বৈদ্য পাড়া
চউগ্রাম	রাউজান	ফতেনগর
চউগ্রাম	রাউজান	লাঠিছড়ি
চউগ্রাম	রাউজান	উত্তর জয়নগর
চউগ্রাম	রাউজান	দক্ষিণ জয়নগর
চট্টগ্রাম	রাউজান	গহিরা

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	সৈয়দবাড়ি
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	ইছামতি
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	দক্ষিণ ঘাটচেক
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	ইছাখালি
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	কুলকুরমাই
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	নজরে টিলা
চউগ্রাম	<u>त्रा</u> क्रुनीया	শিলক
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	পাইট্যালির কুল
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	রাজানগর
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	ত্রিপুরা সুন্দরী
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	পোমরা
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	বেতাগী
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	পদুয়া
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	সুখবিলাস
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	হরিহর
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	ধামাইর খিল
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	পূর্ব সাহাব্দি নগর
চউ্ডাম	রাঙ্গুনীয়া	দক্ষিণ সাহাব্দি নগর
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	সোনাই ছড়ি
চউ্তথাম	রাঙ্গুনীয়া	শিয়ালবুক্কা
চউগ্রাম	রাঙ্গুনীয়া	রাজারাঘাট কুল

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	সুন্দরপুর
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	ভূজপুর
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	আমতলী
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	হাইদচকিয়া
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	জানারখীল
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	চেউঙ্গার পাড়
চউ্ডথাম	ফটিকছ ড়ি	নানুপুর
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	কোঠের পাড়
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	নিশ্চিন্তাপুর
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	হারুয়ালছড়ি
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	আবদুল্লাহপুর
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	ধর্মপুর
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	চন্দ্ৰাখীল
চউগ্রাম	ফটিকছড়ি	ফরাঙ্গীরখীল

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
চউগ্রাম	হাট হাজারী	মির্জাপুর
চউগ্রাম	হাট হাজারী	গুমানমর্দন
চউগ্রাম	হাট হাজারী	<u>রুদ্রপুর</u>
চউগ্রাম	হাট হাজারী	জোবরা
চউগ্রাম	হাট হাজারী	মিরেরখিল
চউগ্রাম	হাট হাজারী	উদালিয়া
চউগ্রাম	হাট হাজারী	বালুখালি
চউগ্রাম	হাট হাজারী	মাদার্শা
চউ্ডাম	হাট হাজারী	চউগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সারণি - ৫

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
চউগ্রাম	পটিয়া	পাঁচরিয়া
চউগ্রাম	পটিয়া	চরকানাই
চউ্তথাম	পটিয়া	কোলাগাঁও
চউ্ডথাম	পটিয়া	লাখেরা
চউ্ডথাম	পটিয়া	পিঙ্গলা
চউ্ডথাম	পটিয়া	বেলখাইন
চউগ্রাম	পটিয়া	কর্তালা
চউগ্রাম	পটিয়া	মেহের আঁটি
চউগ্রাম	পটিয়া	তেকোটা
চউগ্রাম	পটিয়া	মৈতলা
চউগ্রাম	পটিয়া	মুকুটনাইট
চউগ্রাম	পটিয়া	পায়রোল
চউ্তথাম	পটিয়া	উনাইনপুরা
চউগ্রাম	পটিয়া	নাইনখাইন
চউগ্রাম	পটিয়া	নাগধর
চউ্তথাম	পটিয়া	করল
চউগ্রাম	পটিয়া	ঠেগরপুনি
চউ্ডাম	পটিয়া	বাকখালি
চউগ্রাম	পটিয়া	বাথুয়া
চউগ্রাম	পটিয়া	ছতরপিটুয়া
চউগ্রাম	পটিয়া	জোয়ারা খানখানাবাদ
চউগ্রাম	পটিয়া	ভাগুর গাঁও
চউগ্রাম	পটিয়া	শাহমিরপুর
চউগ্রাম	পটিয়া	পটিয়া সদর
চউগ্রাম	পটিয়া	করলডেঙ্গা
		

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
চউগ্রাম	বোয়ালখালি	শাকপুরা
চট্টগ্রাম	বোয়ালখালি	পশ্চিম শাকপুরা
চউ্ডথাম	বোয়ালখালি	গোমদণ্ডী
চউগ্রাম	বোয়ালখালি	কদুখীল
চউ্ডথাম	বোয়ালখালি	খরণদ্বীপ
চউগ্রাম	বোয়ালখালি	চরণদ্বীপ
চউ্ডথাম	বোয়ালখালি	জৈষ্ঠ্যপুরা
চউগ্রাম	বোয়ালখালি	শ্রীপুর
চউগ্রাম	বোয়ালখালি	বৈদ্যপাড়া
চউগ্রাম	বোয়ালখালি	সারোয়াতলী
চউগ্রাম	বোয়ালখালি	পশ্চিম আমুচিয়া
চউগ্রাম	বোয়ালখালি	পূর্ব আমুচিয়া
চট্টগ্রাম	বোয়ালখালি	হাজারীর চর

জেলার নাম	থানার নাম	গ্রামের নাম
চউগ্রাম	আনোয়ারা	রুদুরা
চউগ্রাম	আনোয়ারা	তালসরা
চউগ্রাম	আনোয়ারা	মুৎসুদ্দি পাড়া
চউগ্রাম	আনোয়ারা	কেয়াঁগড়
চউগ্রাম	আনোয়ারা	তিশরী
চউগ্রাম	আনোয়ারা	ওষখাইন
চউগ্রাম	আনোয়ারা	চেনামতি
চউগ্রাম	আনোয়ারা	বটতলী

সারণি - ৮

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	ফতেনগর
চউ্ডথাম	চন্দনাইশ	কাঞ্চননগর
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	কানাই মাদারী
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	সুচিয়া
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	মধ্যম জোবরা
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	পূর্ব জোবরা
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	দক্ষিণ জোবরা
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	সাতবাড়িয়া বেপারী
		পাড়া
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	সাতবাড়িয়া দেওয়ানজী
		পাড়া
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	ধুয়াঁর পাড়া
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	বৈলতলী
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	পশ্চিম ধাপা পাড়া
চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	নাইক্ষ্যংছড়ি
চউ্ডথাম	চন্দনাইশ	পূর্ব ধোপাছড়ি (চেমীর
		মুখ)
চউ্ডথাম	চন্দনাইশ	হাসিমপুর
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	উত্তর হাসিমপুর
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	দক্ষিণ হাসিমপুর
চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	পূর্ব হাসিমপুর
চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	বরমা
চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	চর বরমা
চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	দিয়ার কুল
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	জামিরজুরী
চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	গাছবাড়িয়া
চউগ্রাম	চন্দনাইশ	মহানগর

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
চউগ্রাম	সাতকানিয়া	পুরানগড়
চউগ্রাম	সাতকানিয়া	উত্তর পুরানগড়
চউগ্রাম	সাতকানিয়া	বাকর আলী বিল
চউ্থাম	সাতকানিয়া	বড় হাতিয়া
চউগ্রাম	সাতকানিয়া	বড় দুয়ারা
চউগ্রাম	সাতকানিয়া	শীল ঘাটা
চউগ্রাম	সাতকানিয়া	<u>ঢেমশা</u>
চউগ্রাম	সাতকানিয়া	কড়িয়ানগর
চউগ্রাম	সাতকানিয়া	রূপনগর

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
চউগ্রাম	লোহাগাড়া	মছদিয়া
চউগ্রাম	লোহাগাড়া	কুসাঙ্গের পাড়া
চউগ্রাম	লোহাগাড়া	আধুনগর
চউ্যাম	লোহাগাড়া	ভলুকুল মছদিয়া
চউ্থাম	লোহাগাড়া	চেদিরপুনি
চউগ্রাম	লোহাগাড়া	পুটিবিলা
চউগ্রাম	লোহাগাড়া	নারিচ্ছা
চউগ্রাম	লোহাগাড়া	কলাউজান
চউ্ডাম	লোহাগাড়া	পহরচাঁদা
চউগ্রাম	লোহাগাড়া	লক্ষণের খিল
চউগ্রাম	লোহাগাড়া	বিবির বিলা
চউগ্রাম	লোহাগাড়া	মাইজবিলা
চউ্ডাম	লোহাগাড়া	আদার চর
চউ্তথাম	লোহাগাড়া	পদুয়া

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	জলদী
চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	শীলকুপ
চউগ্রাম	বাঁশখালী	দক্ষিণ জলদী
চউগ্রাম	বাঁশখালী	মিজ্রিতলা (কাহার ঘোনা)
চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	পুঁইছড়ি

সারণি - ১২

*(IAL) = 3 ~		
উপজেলার নাম	গ্রামের নাম	
চকরিয়া	মানিকপুর	
চকরিয়া	ঘুনিয়া	
চকরিয়া	বিলছড়ি	
চকরিয়া	বিনামাড়া নিজপানখালী	
চকরিয়া	হারবাং পহরচাঁদা	
চকরিয়া	বিন্দানীর খিল	
চকরিয়া	মধুখালি	
	উপজেলার নাম চকরিয়া চকরিয়া চকরিয়া চকরিয়া চকরিয়া চকরিয়া	

সারণি - ১৩

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
কক্সবাজার	মহেশখালি	উত্তর নলবিলা

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
কক্সবাজার	রামু	মেরংলোয়া
কক্সবাজার	রামু	পূর্ব মেরংলোয়া
কক্সবাজার	রামু	উত্তর মিঠাছড়ি
কক্সবাজার	রামু	চাকমার কুল
কক্সবাজার	রামু	হাজারীর কুল

কক্সবাজার	রামু	রাজার কুল
কক্সবাজার	রামু	শ্রীকুল
কক্সবাজার	রামু	নাসীকুল
কক্সবাজার	রামু	ফারীকুল
কক্সবাজার	রামু	জাদি পাহাড়
কক্সবাজার	রামু	উখিয়া ঘোনা
কক্সবাজার	রামু	রামকোট

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	ঝিলংঝা
কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	পূর্ব ঝিলংঝা
কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	বল্লী পাড়া (সঃ)
কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	বাহার ছড়া

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
কক্সবাজার	উখিয়া	রাজা পালং
কক্সবাজার	উখিয়া	रनिया भानः (वर्जविन)
কক্সবাজার	উখিয়া	রুমখাঁ পালং
কক্সবাজার	উখিয়া	পুরাতন রুমঁখা পালং
কক্সবাজার	উখিয়া	রুমখাঁ পালং
		(চৌধুরী পাড়া)
কক্সবাজার	উখিয়া	নলবুনিয়া
কক্সবাজার	উখিয়া	তেলখোলা
কক্সবাজার	উখিয়া	মরিচ্যা পালং
কক্সবাজার	উখিয়া	কুতুং পালং
কক্সবাজার	উখিয়া	কুতুং পালং ২
কক্সবাজার	উখিয়া	শৈলার ঢেবা

কক্সবাজার	উখিয়া	কোট বাজার
কক্সবাজার	উখিয়া	রেজুর কুল -২
কক্সবাজার	উখিয়া	রেজুর কুল
কক্সবাজার	উখিয়া	জালিয়া পালং
কক্সবাজার	উখিয়া	ভালুকিয়া পালং
কক্সবাজার	উখিয়া	পূর্বরত্না-৩
কক্সবাজার	উখিয়া	পূর্বরত্না-২
কক্সবাজার	উখিয়া	পূর্বরত্না
কক্সবাজার	উখিয়া	মধ্যমরত্না

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
চউগ্রাম	সীতাকণ্ড	সীতাকণ্ড
চট্টগ্রাম	সীতাকণ্ড	বাড়বকণ্ড
চউথাম	সীতাকণ্ড	পান্তশালা

সারণি - ১৮

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
চট্টগ্রাম	মিরসরাই	দমদমা
চট্টগ্রাম	মিরসরাই	মায়ানী
চউগ্রাম	মিরসরাই	জোরালগঞ্জ
চউগ্রাম	মিরসরাই	তুলাবাড়িয়া

সারণি - ১৯

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	রাঙ্গামাটি

জেলার নাম	উপজেলার নাম প্রামের নাম	
রাঙ্গামাটি	রুমা	রুমা সদর

	*1181 1 - < 2					
জেলার নাম	উপজেলার নাম থ্রামের নাম					
বান্দরবান	বান্দরবান বান্দরবান সদর					
বান্দরবান	বান্দরবান বালাঘাটা					
বান্দরবান	বান্দরবান	বালাঘাটা সদর				
বান্দরবান	বান্দরবান	লেবুছড়ি				
	সারণি - ২২					
জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম				
বান্দরবান	বান্দরবান	লামার মুখ				
বান্দরবান	বান্দরবান	দরদড়ি				
বান্দরবান	বান্দরবান	রাজবাড়ি				
	সারণি - ২৩					
জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম				
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর				
	সারণি - ২৪					
জেলার নাম						
খাগড়াছড়ি	মহালছড়ি	মহালছড়ি				
	সারণি - ২৫					
জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম				
খাগড়াছড়ি	দীঘিনালা বোয়ালখালি					
সারণি - ২৬						
জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম				
খাগড়াছড়ি	রামগড়	রামগড় সদর				
	সারণি - ২৭					
জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম				
কুমিল্লা	বরুরা	লগ্নসার				
কুমিল্লা	বরুরা	ঘোষপা				

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	কিংকচনাই
কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	বাগৈ গ্রাম

সারণি – ২৯

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম	
কুমিল্লা	কুমিল্লা	ঠাকুর পাড়া	
কুমিল্লা	কুমিল্লা	কোটবাড়ি	

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম	
কুমিল্লা	লাকসাম	কেশনপাড়	
কুমিল্লা	লাকসাম	পাইকপাড়া	
কুমিল্লা	লাকসাম	ঘনিয়াখালি	
কুমিল্লা	লাকসাম	দত্তপুর	
কুমিল্লা	লাকসাম	কোঁয়ার	
কুমিল্লা	লাকসাম	নৈরপাড়	
কুমিল্লা	লাকসাম	বড়ুইগাঁও	
কুমিল্লা	লাকসাম	ধূপচর	
কুমিল্লা	লাকসাম	মজলিশপুর	
কুমিল্লা	লাকসাম	আলীশ্বর	
কুমিল্লা	লাকসাম	নূরপুর	
কুমিল্লা	লাকসাম	আলোদিয়া	
কুমিল্লা	লাকসাম	চুনাতি	
কুমিল্লা	লাকসাম	কলসিয়া	
কুমিল্লা	লাকসাম	আমুয়া	

সার্গি - ৩১

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
নোয়াখালি	বেগমগঞ্জ	কোশল্যারাগ
		(সোনাইমুড়ি)
নোয়াখালি	বেগমগঞ্জ	মিয়াপুর

সারণি - ৩২

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
নোয়াখালি	সেনবাগ	মতৈন

২. পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বা উপজাতীয় বৌদ্ধ

বাংলাদেশে দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমণ্ডিত অপরূপ শোভায় শোভিত পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান। ১৩,২৯৫ বর্গ কি. মি (৫০৮৯ বর্গমাইল) আয়তনের পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে-সম্পদে ঋদ্ধ বাংলাদেশের একটি অনন্য সাধারণ জনপথ। উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্বত, সবুজ বন-বনানী, নদ-নদী-হ্রদ আর বৈচিত্র্যময় পশু-পাখির সমারোহ ছাড়াও অঞ্চলটির আকর্ষণীয় নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসন্তার সমৃদ্ধ জীবনাচরণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের অনন্য সাধারণ একটি দর্শনীয় পীঠস্থান কিংবা অঞ্চলে পরিণত করেছে।

দর্শনীয় পীঠস্থান কিংবা অঞ্চলে পরিণত করেছে।
রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান তিনটি পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য
চট্টগ্রাম গঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম অপূর্ব ও অতুলনীয় নিসর্গজাত লীলাভূমি।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জনবৈচিত্র এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে অঞ্চলকে অন্যান্য
অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। পর্বতময় অঞ্চলকে
ঘিরে বসবাস করছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বা জাতিসন্তা। তাছাড়া তাদের
রয়েছে নানামুখি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময়তা। তিনটি পার্বত্য জেলায় দশ
ভাষাভাষী এগার জুম্ম জাতি বা আদিবাসীর বসবাস। এগুলো হলো: চাকমা,
মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো বা মুরং, বম, খুমি, খ্যাং বা খিয়াং, চাক, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসাই
বা কুকি এবং পাংখোয়া। তারা কম বেশী প্রতিটি পার্বত্য জেলায় রয়েছে

তাদের বসবাস। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসীরা মঙ্গোলিয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। ^{১৫} মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠী আরাকান, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, লাওস, হংকং, জাপান, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এরা খর্বকায়, এদের গালের হার উন্নত, মাথার চুল কালো, ছোট চোখ সর্বোপরি শারীরিক গঠন ও আকৃতির দিক থেকে এরা মঙ্গোলিয় জাতীর বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। ^{১৬} পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, খুমি, খ্যাং/খিয়াং, চাক, মুরং/শ্রো আধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে মুরং বা মো জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীও রয়েছে।

২.১. চাকমা ও তঞ্চল্যা জনগোষ্ঠী

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসন্তাগুলোর মধ্যে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা হচ্ছে সর্ব বৃহৎ। চাকমারা তিন পার্বত্য জেলায় রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান ছাড়াও কক্সবাজার জেলায় বসবাস করে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে তারা মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠী অন্তর্ভূক্ত। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের মতে; সপ্তম শতাব্দীতে শাক্যবংশীয় যুবরাজ বিজয়গিরি ভারতের প্রাচীন মগধরাজ্যের চম্পক নগর থেকে আরাকানে এসে শাক্যরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বিজয়গিরি ও তাঁর সৈন্য অনুচরবর্গ স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করে। শাক্যবংশীয় পুরুষ ও স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে বৈবাহিক সংমিশ্রণে আরাকানেই চাকমা জাতির উৎপত্তি ঘটে। ১৭ অন্যভাবে বলা যায়; হিমালয়ের পাদদেশের শহর চম্পক নগরে চাকমাদের মূল বসতি ছিল। জীবিকার প্রয়োজনে চাকমা জনগোষ্ঠী চম্পকনগর ছেড়ে ধীরে ধীরে মায়ানমারের (বার্মা) আরাকান হয়ে বাংলাদেশে বসতি গড়ে তোলে। ১৮ চাকমাদের 'চাকমা উপাধি ছাড়াও নানাবিধ উপাধি রয়েছে। যেমনং দেওয়ান, খীসা, কারবারী ও হেডম্যান ইত্যাদি।

১৮৯০ সালে চাকমা সার্কেল ৯টি খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং ১৮৯২ সালে সেগুলোকে ভালুক নামে অভিহিত করা হয়। ১৯ বার্মার ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, 'শাক্য' শব্দ থেকে 'শাকমাং' (যার অর্থ শাক্যরাজ) সাক > চাক হয়েই চাকমা শব্দের উৎপত্তি। আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে চাকমা রাজা মনিজগিরি

নিমুবার্মার ইরাবতী নদীর তীরে চাক্মারাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের নামানুসারে রাজধানীর নাম রাখেন মনিজগিরি বা মাইজাগিরি। আরাকান-বার্মার বিভিন্ন জাতিসন্তার এবং পার্শ্ববর্তী দেশ থাইল্যান্ড, লাওস, কমোডিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে চাকমারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি ধারণ করেছে। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে তারা বার্মা থেকে আরাকান-দক্ষিণ চট্টগ্রাম (কক্সবাজার, রামু) > আলেখংদ্যং/আলিকদম (বান্দরবান পার্বত্য জেলার দক্ষিণ অংশ) > চট্টগ্রাম জেলার শিলক ও রাজানগর (রাঙ্গুনীয় থানা) হয়ে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে বসতি স্থাপন করে। কক্সবাজার জেলার রামুর চাকমার কুল, রাজার কুল, ফতেখাঁ কুল, বান্দরবান জেলার আলেখদুং/আলিকদম, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া উপজেলার সুখবিলাস, রাজানগর ইত্যাদি অঞ্চল এবং এতদ্বাঞ্চলের বিভিন্ন প্রত্নতান্ত্রিক স্থাপনা তারই ঐতিহ্যমণ্ডিত সাক্ষ্য ও স্মৃতি বহন করে চলেছে। চাকমাদের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো একতা, সরলতা, বিশ্বাস, দানশীলতা, সত্যবাদিতা সর্বোপরি আতিথেয়্যতা কিংবা অতিথি সেবা। তারা সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্ম সম্পাদনে এগিয়ে আসে এবং সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। দুর্ভিক্ষের সময় কেউ অতিরিক্ত ধান বিক্রয় করে না বরং তা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হয়।^{২০} চাকমারা তিনটি দলে বিভক্ত যথা: ১. আনক্যা চাকমা, ২. রোয়াংগ্যা চাকমা এবং ৩. তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা। যারা আরাকান হতে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে বসবাস করতে লাগল তারা আনক্যা চাকমা আর যারা আরাকানেই রয়ে গেলে তারা রোয়াংগ্যা চাকমা নামে সমধিক পরিচিত। তঞ্চঙ্গ্যারা অঞ্চলটিতে এবং আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তারা আরাকানে দৈননাক নামে পরিচিত। 'তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রকৃতপক্ষে চাকমাদের একটি শাখা। উভয়ে একই ভাষায় কথা বলে। তাদের ধর্মও একই। আচার-অনুষ্ঠান এবং সমাজব্যবস্থা ও অভিনু প্রথা। ১৮৭১ সালে যখন ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারী হয় তখন তঞ্চঙ্গ্যা বলে কোনো জনগোষ্ঠীর নাম ছিল না, তারা চাকমা পরিচয়ে পরিচিত ছিল'।^{২১} ইদানীং তঞ্চঙ্গ্যা নিজেদেরকে চাকমা জাতি থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। বর্তমানে চাকমাদের মধ্যে মন্ত্রী, জাতীয় সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রদৃত, সামরিক বাহিনীর উর্দ্ধতন অফিসার, সরকারী এবং বেসরকারী উর্দ্ধতন কর্মকর্তা

রয়েছে। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সামাজিক-ধর্মীয় আচার-আচরণ, পূজা-পার্বন, বিজু উৎসব, নিজস্ব বর্ণ, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আবাসন, বিয়ে, খাদ্যাভ্যাস এবং নিজস্ব প্রখা-বিচারব্যবস্থা এক সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য-কৃষ্টির উজ্জ্বল উত্তরাধিকার চাকমা। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো প্রায়ই বাঙালি বৌদ্ধদের মতো। এ বিষয়ে প্রখ্যাত মানবতাবাদী ও বৌদ্ধ চিন্তাবিদ Niru Kumar Chakma তাঁর 'Chittagong Hill Tracts and Buddhism' নামক গ্রন্থেই বলেন; "বৈশাখী পূর্ণিমা বা বৃদ্ধ পূর্ণিমা, কঠিনচীবর দান হলো চাকমাদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। তাছাড়া বাঙালি বৌদ্ধদের মতো মাঘী পূর্ণিমা, আষাট়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় পালিত হয়। এছাড়া সামাজিক বিচার-আচার, নিয়ম-কানুন শৃঙ্খলিতভাবে পরিচালনার প্রয়োজনে তাদের সম্প্রদায় প্রধান প্রথা আদিকাল থেকেই ছিল।"

২.২. মারমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের মধ্যে দিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হচ্ছে 'মারমা'। প্রাচীনকালে মারমা কিংবা ম্রাইমা নামে এক জনজাতিসত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে দেখা যায়; আনুমানিক নবম/দশম শতাব্দীতে হীনযান বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ও তিব্বতীয় দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠী 'ম্রাম্মা' নামক এক প্রাচীন জাতির সন্ধান পাওয় যায়।^{২৩} ত্রিপুরায় মগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে মারমা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও নৃতাত্তিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে একই জাতিসত্তা বিকাশের ধারায় প্রবাহিত। তারা উভয়েই একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপালনে, পরিচর্চা, মিল-মিলন, সহাবস্থানের যোগসূত্র গাঁথা, আবেগ-আবেদন, চিন্তা-চেতনা উদ্দীপনায় উদ্ধাসিত অভিন্ন এক জাতিসন্তা।^{২8} নৃতাত্ত্বিক বিচারে মঙ্গোলিয় মানবগোষ্ঠীর মারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে বেশী পরিমাণে বসবাস করে। অপর দুই পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে তাদের বসবাস কম। মায়ানমারের (তৎকালীন বার্মা) ম্রাইমারাই বাংলাদেশে মারমা নামে পরিচিত। বোমাং রাজা হেরী প্রভ-এর আমলে তারা বাংলাদেশে আগমন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল জুড়েই তাদের মূল অস্তিত্ব বিরাজমান।

মারমাদের একটি দল সাগু ভ্যালীতে অপর একটি দল চলে যায় চেঙ্গী ভ্যালীতে। ^{২৫} তারা নিজেদেরকে বোমাং রাজবংশের পূর্বপুরুষ পেগু রাজ্যের রাজা বিরান্নং-এর উত্তরাধিকারী মং চ পই আমল থেকে অর্থাৎ, ১৬১৪ খ্রি. থেকে মারমা পরিচয় দিয়ে আসছে। বৃটিশ ও মোগল শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসনকার্য পরিচালনার সময় তাদেরকে 'মগ' নামে অভিহিত করা হতো। এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে:

'The term Marma was officially recognized by the East Pakistan govt. in 1961. The present Bohmonggree Maung Shwe Prue Chowdhury appealed to the govt. for recognization of 'Marma' instead of 'Magh used by the British govt. because the people of Bohamong Circle never call themselves as 'Maghas. They know themselves as 'Marma, and used the term 'Marma' among themselves **

বাঙালিদের কাছেও তারা এখনো পর্যন্ত 'মগ' নামে পরিচিত। 'মারমা' উপাধিবাচক শব্দটি Myamma > mramma > Marma < Myamma শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ২৭ প্রফেসর পিয়ের বেসেইন বলেন ; মারমারা কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত হলেও প্যালিওনসা ও রিঘ্রিসাই গোত্র প্রধান। প্যালিওনসা গোত্রের মারমারা মং সার্কেলে (খাগড়াছড়ি) এবং রিঘ্রিসাই গোত্রের মারমারা বোমাং সার্কেলে (বান্দরবান) বসবাস করে। ২৮ এ সম্পর্কে R.G. Latham- এর 'Tribes and Races' নামক প্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

'the re-appearance of the root mr in Marma and maring. It has already appeared as Miri, and will do, so again as Mru and Mrung'. 38

মারমা সমাজে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথার প্রচলন রয়েছে। সমস্ত সম্পণ্ডি মেয়েদের হয়। সন্তান-সন্ততির পরিচিতি ও সম্পণ্ডির মালিকানা ও উত্তরাধিকার প্রথা পিতার দিক থেকে নির্ণয় করা হয় কিন্তু ছেলে সন্তান না থাকলে সেক্ষেত্রে মেয়েরাই সম্পণ্ডির মালিকানা ভাগ করে নেয়। সচরাচর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় বার্মিজদের (মায়ানমার) ব্যবহৃত বর্ণমালাকে মারমারা নিজেদের বর্ণমালা হিসেবে ব্যবহার করে। মারমাদের বাসগৃহ বৌদ্ধ বিহার, স্মৃতিস্তম্ভ, স্বতন্ত্র ঐতিহ্যগত নান্দনিক স্থাপত্যকলার নিদর্শন রয়েছে। বৌদ্ধর্মীয় উৎসবগুলো তারা যথাযথভাবে মর্যাদার সাথে পালন করে।

বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে তারা ক্রমশ নিজেদেরকে নিয়োজিত করছে।

২.৩. মুরং বা ম্রো

মুরং বা ম্রো জনগোষ্ঠীর আদি নিবাস বার্মার আরাকান প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে।^{৩০} পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কয়টি জনগোষ্ঠী আছে তন্মধ্যে মুরং বা ম্রো সম্প্রদায়। তাদের আদি ও অকৃত্রিম নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান, কৃষ্টি-সংস্কৃতি এখনো কিছুটা হলেও ধরে রেখেছে। তারা একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের আরাকান সীমান্তবর্তী বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করে ৷^{৩১} আগে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলার ভার্যাতলী মৌজায় কিছু ম্রো পরিবারের বসবাস ছিল। সেখানে থেকে তারা ১৯৮৫ সালে বান্দরবানে চলে আসে।^{৩২} বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানছি, লামা, আলেখদং/আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় তারা বসবাস করে। ভারতের মিজোরাম ম্যাস (Masho), ফিলিপাইনে মারু (Maru) মায়ামারে ম্রো জনগোষ্ঠী মিয়ো (Myu) নামে পরিচিত। তারা খুবই অনুনুত। তাদের অধিকাংশ জনগণ বৌদ্ধধর্ম পালন করলেও তারা মূলত সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তবে অল্পসংখ্যক আবার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীও রয়েছে। তাদের বসবাস বান্দরবানেই সবচেয়ে বেশী, রাঙ্গামাটিতেও কিছু সংখ্যক মুরং বা মো বাস করে।^{৩৩} শিক্ষা-দীক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে রয়েছে। তাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। তাদের বর্ণমালার আবিষ্কারকের নাম মেনলে যো ।^{৩8}

২.৪. চাক

'চাক' শব্দের অর্থ 'দাঁড়ানো'। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নিকট ক্ষুদ্র জাতিসপ্তাটি চাক নামে অভিহিত হলেও চাকরা নিজেদেরকে আসাক (Asak) হিসেবে পরিচিয় দিতে খুব বেশী স্বাচ্ছন্দবোধ করে। তব মায়ানমারে তাদের নামের বানান পদ্ধতি sak বা সাক। তবে আমাদের দেশে এরা Chak বা চাক হিসেবে আখ্যায়িত। ত মায়ানমারের রাজধানী পগাঁ (পেগান) হতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আট মাইল দূরে তুবং নামক একটি পর্বত রয়েছে। উক্ত পর্বতে চাকদের বসবাস ছিল। অতীতের কোনো এক সময় আরাকান থেকে চাকদের একটি দল বাকখালি নদী অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টপ্রামে প্রবেশ করেছিল। ত শিক্ষায়-দীক্ষায় অত্যন্ত অন্যুসর পশ্চাৎপদ একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়।

পার্বত্য চট্টপ্রামের সর্বদক্ষিণাংশে অবস্থিত নাইক্ষ্যংছড়িতে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে চাক অন্যতম। পুরো পার্বত্য চট্টপ্রামের মাঝে শুধুমাত্র এ অঞ্চলটিতে চাকরা বসবাস করে। সতেরটি মৌজার মধ্যে বাইশারী, নাইক্ষ্যংছড়ি, কামিছরা, কোয়াংঝিড়ি, আলেকদং, বাকখালী ইত্যাদি মৌজায় এরা বসবাস করছে। চাকদের অন্য একটি অংশ বার্মায় ক্রোক্ষং এলাকায় বসবাস করে। তি বৌদ্ধ পর্বসমূহ তারা যথাযথ ধর্মীয় ভাবগদ্ভীর্যের সাথে পালন করে। শিক্ষায়-দক্ষতায় তারা খুব বেশী অগ্রসর নয়। কালের আবর্তে চাকরা তগৌং হতে ইরাবতী নদীর মোহনার দিকে অগ্রসর হয়ে আরাকান ও ব্রক্ষদেশে অবস্থান গ্রহণ করে। পগান, লংক্রাক, ওয়থোলী, দরালাক, রোহ, মিছিগিরি প্রভৃতি স্থানে তাদের বসবাস ছিল। ১৩২৬ খ্রি. মিজিগিরি চাকদের বসবাসকালীন রাজধানী ছিল। তি

২.৫. খ্যাং বা খিয়াং

বার্মার আকিয়াব প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে 'খ্যাং' বা 'খিয়াং'-এর বসবাস। ⁸° বাংলাদেশেও তাদের বসবাস রয়েছে। অধিকাংশ খ্যাং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে, কিছু কিছু খ্যাং বা খিয়াং খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী রয়েছে। অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে তাদের বসবাস খুবই অল্প। অধিকাংশ খ্যাং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই ও চন্দ্রঘোনা অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে, তবে কোনো বর্ণমালা নেই। তাদের ভাষা কুকি-চিন দলের অন্তর্ভূক্ত। মঙ্গোলিয় গোষ্ঠীভূক্ত খ্যাং বা খিয়াং সম্প্রদায় খুব সুন্দর চেহারার অধিকারী। ⁸১

২.৬. খুমি

'খু' এবং 'মি' দুই শব্দের সমন্বয়ে অর্থবোধক শব্দ 'খুম'। এখানে 'খু' শব্দের অর্থ গভীর অরণ্যে বা উচ্চতম পাহাড় আর 'মি' শব্দের অর্থ মানুষ। সূতরাং 'খুমি' শব্দের অর্থ হলো গভীর অরণ্যে বসবাসরত মানুষ বা উচ্চ পাহাড়ে বসবাসরত মানুষ। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে খুমি উপজাতি খুবই যুদ্ধংদেহী ছিল। তারা কখন আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে বসতি গড়ে তুলেছে তার কোনো সঠিক ইতিহাস জানা নেই। এক সময় তারা মায়ানমারের আরাকান প্রদেশের কোলাডন নদীর^{৪২} তীরে আদি বাসস্থান ছিল। ৪৩ ধারণা করা হয়, ১৪২০-৩০ খ্রি. গোষ্ঠীগত দাঙ্গা হলে খুমিদের মূল অংশের একটি

অংশ বাংলাদেশের বান্দরবান জেলায় এবং অপর অংশ ভারতের নাগাল্যাভ ও ত্রিপুরার সীমানাবর্তী এলাকায় আশ্রয় নেয়। ৪০ তাদের নিজস্ব ভাষা আছে, বর্ণমালা নেই। তবে ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিজস্ব শাসন প্রণালী রয়েছে। তাদের ভাষা কুকি চীন দলের অন্তর্ভূক্ত। খুমিরা প্রাচীন থেরবাদী বৌদ্ধর্মের অনুসারী। বর্তমানে বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি থানায়, রুমা থানায়, লামা থানায় ও থানছি থানায় তারা বসবাস করে।

৩. সমতলীয় রাখাইন জনগোষ্ঠী

মঙ্গোলিয় নৃগোষ্ঠীভুক্ত থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের অনুসারী রাখাইনরা বাংলাদেশে সমতল ভূমি বৃহত্তর চট্টগ্রামের কক্সবাজার, মহেশখালী, রামু, চকরিয়া, টেকনাফ, হারবাং, ফ্রীলা, চৌফলদণ্ডী, বাজালিয়া, মানিকপুর এবং পটুয়াখালী ও বরগুনার জেলার আমতলী, বরগুনা, গলাচিপা, কলাপাড়া ইত্যাদি উপজেলায় বসবাস করে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তাদেরকে মগ নামে অভিহিত করে। যদিও তারা নিজেদেরকে কখনো মগ নামে পরিচয় দিতে উৎসাহ দেখায় না বা উৎসাহ করে না।

বাংলাদেশের পাহাড়ীদের সমগোত্রীয় হলেও তারা সমতলে বাস করে বিধায় সরকারী তফসীলীভূক্ত উপজাতি নয়। এ বিষয়ে বলতে A. Phayre বলেন; 'There is a tribe in Arakan which is known as Rakkaine and the people belonging to this tribe feel proud in introducing themselves as Rakhaingyi and their country as Rakhaing. They are supposed to be aboriginals of the land. Thus, the home of Rakhaine tribe was known to be Rakhaing Tomgyi or Rakhaine pyee which are apparently the corrupt forms of Raksa Tungya or Raksapura.' বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। ইতিহাসবিদদের মতে; রাখাইনদের আদি নিবাস বার্মার আরাকানে। আধুনিক আরাকান শব্দের উৎপত্তিও ঘটেছে রাখাইন ও রাক্ষাইন শব্দের রূপান্তর থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে এভাবে; 'রাখইন' Rakhaine > Arakhang > Araccan > Arakan. রাজনৈতিক কারণে অষ্টাদশ শতান্দীতে তাদের বাংলাদেশে উপরি-উল্লিখিত অঞ্চলে আগমন ঘটে। বর্মীরাজ বোধপোয়া (১৭৮২-১৮১৯) ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ম্রাউ রাজবংশের শেষ

স্মাট থামাদা (১৭৮২-১৭৮৪) যুদ্ধে পরাজিত করে আরাকান দখল করে। বর্মী সেনারা আরাকান রাজ হাজারো বন্দী আরকানি সৈন্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে। বর্মী সৈন্যরা নিরীহ জনগণের উপরও নির্যাতন চালায়। নির্বিচারে নারী-পুরুষ, শিশু হত্যা করে ৷^{৪৬} এভাবে আরাকান ১৭৮৫ খ্রি. তার স্বাধীন সন্তা হারিয়ে বার্মার একটি প্রদেশে পরিণত হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রাণ রক্ষার্থে হাজার হাজার আরাকানবাসী চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকার আশেপাশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮০১ সাল পর্যন্ত আরকানিদের প্রাণভয়ে তাদের চট্টগ্রামে আগমন ঘটে। শরণার্থীরা আরাকানে ফিরে যেতে অস্বীকার জানালে ইংরেজ সরকার তাদের চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের বিভিন্ন অঞ্চলের পুনর্বাসন করে। আবার ঐ সময় আরকানি কিছু বিদ্রোহী সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার পিই উ অং, ক্যাপ্টেন মংগ্রী, ক্যাপ্টেন উ ম্রাচো প্রমুখের নেতৃত্বে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে তিনখানা বড় সমুদ্রগামী নৌকা যোগে সাগর পাড়ি দিয়ে শ্বাপদসংকুল পরিবেশ উপেক্ষা করে পটুয়াখালীর-বরগুনার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।^{৪৭} এখনো তারা এখানে বসবাস করে। রাখাইনদের মাতৃভাষা আরকানি। বলা যায়, আরকানি ভাষা বর্মী ভাষার একটি উপভাষা।

ভৌগোলিক অবস্থানের তালিকা:

১৯৪৭-১৯৪৮ সালে তৎসমকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার (বরিশাল) পটুয়খালী মহকুমার অন্তর্গত রাখাইন সম্প্রদায়ের পাড়া-বাড়ির সংখ্যা^{৪৮} তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক নং	স্থান/এলাকা	থানা/উপজেলা	পাড়ার সংখ্যা	বাড়ির সংখ্যা
١.	কুয়াকাটা	কলাপাড়া	¢ 8	১ ,৭৮৫
২.	বালিয়াতলী	কলাপাড়া	২৯	৬৮৫
ు .	টিয়াখালী	কলাপাড়া	٥٩	৫৩০
8.	বড় বগী	আমতলী	88	১,৩৮০
¢.	বড় বাইশদিয়া (মৌডুবী)	গলাচিপা	22	8২০
৬.	বড় বালিয়াতলী	বরগুনা	8	৩৯০
মোট	৬	৬	<i>></i> ₽8	064,9

১৯৪৭-১৯৪৮ সালে তৎসমকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার (বরিশাল) পটুয়খালী মহকুমার অন্তর্গত রাখাইন সম্প্রদায়ের পাড়া-বাড়ির সংখ্যা^{৪৯} তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	জেলা	পাড়ার সংখ্যা	বাড়ির সংখ্যা
١.	পাৰ্বত্য চউগ্ৰাম	8৬٩	২০,০০০
₹.	চউগ্রাম	38¢	٥٤٥,٥٥
৩.	বাকেরগঞ্জ	> %8	৫,১৯০
মোট	9	998	৩ ৫,900
	1		i

দীর্ঘ ৪৪ বছর পর বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) জেলায় অর্থাৎ বর্তমান সময়ের পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার অন্তর্গত অবস্থিত রাখাইন সম্প্রদায়কে নিয়ে ১৯৯১-১৯৯২ সালের একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপটি ১৯৯৫ সালে 'The Rakkhaing Review, Voll'-এ প্রকাশিত হয়। ৫০

ক্রমিক নং	স্থান/এলাকা	থানা/উপজেলা	পাড়ার সংখ্যা	বাড়ির সংখ্যা
۵.	কুয়াকাটা	বেঁপু পাড়া (পটুয়াখালী)	78	484
ર.	বালিয়াতলী	ঐ	ъ	(°)
৩.	টিয়াখালী	ঐ	৬	೨೨
8.	বড় বগী	আমতলী (বরগুনা)	20	২৩৮
¢.	মৌডুবী (বড় বাইশদিয়া)	গলাচিপা (পটুয়াখালী)	¢	44
৬.	বড় বালিয়াতলী	বরগুনা	2	৩২৬
মোট	৬	৬	89	¢\$¢

বর্তমান বরিশাল বিভাগে রাখাইন জনগোষ্ঠীর বসবাস সম্পর্কে একটি সারণি নিচে৫১ প্রদান করা হলো:

সারণি - ১

জেলার নাম	উপজেলার নাম	থামের নাম
বরগুনা	আমতলী	কবিরাজ পাড়া
বরগুনা	আমতলী	সওদাগড় পাড়া
বরগুনা	আমতলী	নামে সেপাড়া
বরগুনা	আমতলী	লাউপাড়া
বরগুনা	আমতলী	তাঁতী পাড়া
বরগুনা	আমতলী	তালুকদার পাড়া
বরগুনা	আমতলী	তালতলী পাড়া
বরগুনা	আমতলী	ছাতন পাড়া
বরগুনা	আমতলী	আগাঠাকুর পাড়া
বরগুনা	আমতলী	মংনু খেন পাড়া
বরগুনা	আমতলী	অংকু জানপাড়া
বরগুনা	আমতলী	গোড়া ঠাকুর পাড়া

সারণি - ২

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	নয়া পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	চৈয়োরোয়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	নাচনা পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	বাদুরতলী
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	সান পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	ছয় আনীপাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	কলাপাড়া বন্দর
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	লমিয়ো পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	কালা চাঁন পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	কেরানী পাড়া (কুয়া
		কাটা)

পটুয়াখালী	কলাপাড়া	ফালচিপাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	লক্ষীখাল পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	মিস্রি পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	মং বিংপাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	দোপাসী পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	দিয়র আম খোলা
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	গোড়া আমখোলা
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	থয়নজু পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	লাইমুরী পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	বৌতলী পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	বেতকাটা পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	মনতান্টে পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	রূপা পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	মেলা পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	তুলাতুলী পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	মধু পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	করমজা পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	হাঁড়ি পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	সোনার পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	পক্ষীয়া পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	নয়া পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	কাঁকোনী পাড়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	চিংরি রোয়া
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	নয়া পাড়া
	সারণি – ৩	
জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম

গলাচিপা

গলাচিপা

কলাপাড়া

পঞ্চায়েত পাড়া

কাটাখালি পাড়া

তুলাতলী পাড়া

পটুয়াখালী

পটুয়াখালী

পটুয়াখালী

8. উত্তরবঙ্গের ওরাঁ আদিবাসী বৌদ্ধ

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ওরাঁও (Oraon//urao/Urang) সম্প্রদায় বিশ গোত্রে বিভাজিত। যেমন: বাজে, বাড়া, বাড়োয়ার, বাকলা, বেক, কেরকাটা, কভু (বিজ্ঞা), কিসপট্টা, কুজুর, এক্কা, তিগ্যা, তিরকী, মিনজি, খাখা, খালকো, খেস, লাখড়া, কিবপুতা ও গোলিধিকার। পশু-পাখি, মাছ, গাছপালা অথবা কোনো বস্তুর নামানুসারে প্রতিটি ওরাঁও গোত্রের নাম করণ করা হয়েছে। অনেকের ধারণা ওরাঁও সম্প্রদায় গোত্রের সংখ্যা ৩২/৪০টির অধিক। বং বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের বারটি জেলার দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা এবং সিলেটের হবিগঞ্জ, মৌলভি বাজার ও গাজীপুর জেলা শ্রীপুর তারা বসবাস করে। তুলনামূলকভাবে দিনাজপুর ও রংপুরে এদের সংখ্যা বেশী। তাদের আদি নিবাস ভারতের উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর ও রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চলের। ধরমী বা ধরমেশ তাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান এবং তার ইচ্ছায় সবকিছু ঘটে। তিনি সূর্যে অবস্থান করেন। তারা সূর্যকেও দেবতা হিসেবে মান্য করে এবং তারা বিভিন্ন পূজা পার্বনে সূর্যকে প্রাধান্য দেয়।

নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় ওরাঁওদেরকে প্রাক দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করা যায় তাদের গায়ের রং বেশ কালো, চোখ অপেক্ষাকৃত কোটরাগত ও গোলাকৃতি, চোয়াল ও কপাল উঁচু, নাক খাড়া ও চ্যাপ্টা এবং চুল কোঁকড়ানো। বাঙ্গালীদের তুলনায় খর্বাকৃতি এবং পৃষ্টির অভাবে দুর্বল ও ক্ষীণকায়।

বাঙ্গালীদের তুলনায় খর্বাকৃতি এবং পুষ্টির অভাবে দুর্বল ও ক্ষীণকায়। ৫৩ H. H Risely বলেন; 'No singns of Mongolian affinities can be deteched in the relative position of the hasal and malar bones, and average nasopmalar index for hundred Oraons measured on the system recommended by Mr. oldfield Thomas comes to 11.6'. ৫৪ বর্তমানে উত্তরবঙ্গে উল্লেখ সংখ্যক ওরাঁও সম্প্রদায় বৌদ্ধর্ম গ্রহণ করায় তাদেরকে বিশ্বত আদি বৌদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে ওরাঁও বৌদ্ধদের সংখ্যা প্রায় বিশ হাজারের অধিক। ১৯৯৪ সালে থেকে উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধর্ম ও সংস্কৃতির পূনর্জাগরণের সূত্রপাত ঘটে। সেখানে প্রায় এখন ১৯/২০টির মতো বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিশাল এলাকা জুড়ে সাতটি জেলার প্রায় ৩৪/৩৫ টি গ্রামে তাদের বসবাস রয়েছে। ধারণা করা

হয়, ৪০-৪৫ হাজারেরও বেশী ওরাঁ জনগোষ্ঠী রয়েছে। ৫৫ উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত এলাকায় নৃগোষ্ঠী বৌদ্ধদের অবস্থান রয়েছে সে সম্পর্কে একটি তালিকাও সকলে জ্ঞাতার্থে নিচে প্রদান করা হলো:

সাবণি - ১

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
রংপুর	মিঠাপুকুর	মিঠাপুকুর
রংপুর	মিঠাপুকুর	ছানপুর

সারণি - ২

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
রংপুর	পীরগাছা	সোমনারায়ন

সারণি - ৩

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
রংপুর	রংপুর সদর	শেখপাড়া

সারণি - 8

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
রংপুর	পীরগঞ্জ	সাহাপুর
রংপুর	পীরগঞ্জ	অমোদপুর

সারণি - ৫

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
রংপুর	বদরগঞ্জ	কুরাপাড়া
রংপুর	বদরগঞ্জ	কছুয়া

সারণি - ৬

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
দিনাজপুর	পার্বতীপুর	পাঁচপুকুরিয়া

সারণি - ৭

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
দিনাজপুর	নবাবগঞ্জ	ছাতনীপাড়া

সারণি - ৮

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
দিনাজপুর	বিরল	বাহুবল দীঘি

সারণি - ৯

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
জয়পুরহাট	পঞ্চবিবি	উছাই
জয়পুরহাট	পঞ্চবিবি	নুরপুর জয়পুর হাট সদর

সারণি - ১০

জেলার নাম	উপজেলার নাম	থামের নাম
নওগাঁও	বদলগাছী	ভয়ালপুর
নওগাঁও	বদলগাছী	উত্তর চকবেনী

সার্গি - ১১

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর	জগন্নাতপুর

সারণি - ১২৫৭

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
সিরাজগঞ্জ	তাড়াইশ	ক্ষিরপোতা

উপসংহার

সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে বৌদ্ধরা বাংলাদেশে তৃতীয়। তাদের মধ্যে সমতলীয় বাঙালি বৌদ্ধ, সমতলীয় রাখাইন বৌদ্ধ, উত্তরবঙ্গের সমতলীয় আদিবাসী বৌদ্ধ এবং বৃহত্তব পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বৌদ্ধ। অতীতের সুদীর্ঘকাল থেকে তারা এদেশে অত্যন্ত আন্তরিকাতর সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে আসছে। তারা সকলেই বৌদ্ধর্মের অনুসারী। তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান একই হলেও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন। জাতীয় জীবনের সর্বত্রে সকল কর্মকাণ্ড রয়েছে তাদের অংশগ্রহণমূলক অবদান। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচেছ।

তথ্য নির্দেশিকা

- ১. দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহবঙ্গ, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৯৩), পৃ. ১২
- Rabindra Bijoy Barua, Theravada Sangha (Dhaka: 1978), P. 250
- Dr. Suniti Bhushan Qanungo, A History of Chittagong, Vol -1 (Chittagong: 1988), P. 53
- 8. Dilip K Chakrabarti; Ancient Bangladesh (Dhaka: 2001), P. 185
- ৫. পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, চট্টগ্রামের ইতিহাস (ঢাকা : ২০০৪), পৃ. ১৬৩
- ৬. আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামে ও সমাজ ও সংস্কৃতি (চট্টগ্রাম : ১৯৮০), পু. ৯
- ৭. পূর্বোক্ত, পু. ৫, ৯
- ৮. আবদুল হক চৌধুরী, প্রবন্ধ বিচিত্রা (ঢাকা : ১৯৯৫) পৃ. ২০৪
- a. History of Burma, Harvey, G.E (London: 1967), P. 47
- ১০. সুনীতি রশ্বন বড়ুয়া, বাংলাদেশে বড়ুয়া জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য (চট্টগ্রাম : ১৯৯৬), পৃ. ৮
- ১১. বিরাজমোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত (রাঙ্গামাটি : ২০০৫), পৃ. ৩২
- ১২. হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী সম্পাদিত, জগজ্জ্যোতি, গৌতম সেন গুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়ের গবেষণাঃ ব্রহ্মদেশ, ২৫৫০তম বুদ্ধজয়ন্তী সংখ্যা (কলকাতা : ২০০৬), পৃ. ২৪
- ১৩. মানবাধিকার : বাংলাদেশে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর, বৌদ্ধ একাডেমী ও অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে ১৯৯৯ সালের ১২ মার্চ চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে মি. ডি পি বড়ুয়া মহোদয় কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।
- ১৪. দীপক্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি (চট্টগ্রাম : ২০০৭) পৃ. ২৭৩-২৮০
- ১৫. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব (কলিকাতা : ১৪০২ বাংলা), পৃ. ১৮
- ১৬. সুগত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি (রাঙ্গামাটি : ১৯৯৩), পৃ. ২
- ১৭. সুপ্রিয় তালুকদার, চম্পক নগরের সন্ধানে : বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি (রাঙ্গামাটি : ১৯৯৯), পৃ. ৬৫
- ১৮. চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া সম্পাদিত, সমুজ্জ্বল সুবাতাস, সংখ্যা ২০ (বান্দরবান : ২০১৬), পৃ. ২৩
- ১৯. সতীশ চন্দ্ৰ ঘোষ, চাকমা জাতি (কলিকাতা : ২০০২), পৃ. ১৪৪
- ২০. প্রণব কুমার বড়ুয়া, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি (ঢাকা : ২০০৭), পৃ. ১৬১
- ২১. শরবিন্দু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ইতিকথা এবং তাদের স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন, পৃ. ১২
- Riru Kumar Chakma, Chittagong Hill Tracts and Buddhism (Dhaka: 2007), P. 12
- ২৩. প্রভাতাংশু মাইতি, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (কলিকাতা : ১৯৯৫), পৃ. ৪৮৫-৮৬
- ২৪. চৌধুরী বাবুল বড়য়া সম্পাদিত, সমুজ্জ্বল সুবাতাস, সংখ্যা ১৮ (বান্দরবান : ২০১০) পৃ. ৭
- ২৫. পূর্বোক্ত, পু, ২৪
- ২৬. সাংগু, মং ক্য শোয়ে, মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি, অতীত বর্তমানও ভবিষ্যত (বান্দরবান : ১৯৯৮), প্র. ৭
- २9. History of Burma, Ibid, P. 3
- ২৮. আদিবাসী জনগোষ্ঠী (ঢাকা : ২০০৯), পৃ. ১২০
- ₹8. R. G. Latham, Tribes and Races (Delhi: 1987), P. 150

- oo. Gazetter of Burma, Vol-1 (Delhi: 1987), P. 153
- ৩১. চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া সম্পাদিত, সমুজ্জ্বল সুবাতাস, সংখ্যা ১৫ (বান্দরবান : ২০০৫), পৃ. ১২
- ৩২. চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া সম্পাদিত, সমুজ্জ্বল সুবাতাস, সংখ্যা ১৪ (বান্দরবান : ২০০৬), পৃ. ৪০
- ৩৩. মো. আবদুল আবুদল বাতেন, বাংলাদেশে মো উপজাতির জীবন ধারা (ঢাকা : ২০০৩), পৃ. ১৪৪
- ৩৪. চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া সম্পাদিত, সমুজ্জ্বল সুবাতাস, সংখ্যা ১৪, পূর্বোক্ত পৃ. ২৩
- ৩৫. আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
- ৩৬. রামকান্ত সিংহ, বাংলাদেশে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী (ঢাকা : ২০০১), পৃ. ১১০
- ৩৭. খুরশীদ আলম, আদিবাসীদের কথা (ঢাকা : ২০০৬), পৃ. ১৬৫
- ৩৮. বাংলাদেশের উপজাতীদের শিক্ষা সংকট ও উত্তরণের প্রস্তাবনা : পরিপ্রেক্ষিত, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, নাজিমউদ্দিন শ্যামল, ২০০২, চট্টগ্রাম ফোরাম, পৃ. ২
- ৩৯. সমাজ নিরীক্ষণ, সম্পাদক, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (ঢাকা : ২০১১), পৃ. ৬৮
- 80. Gazetter of Burma, ibid, P. 153
- ৪১. সুগত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
- 82. 'the koladyn being the chief river of Arakan. (Tribes and Races, R.G Latham Delhi, 1987, P. 15
- 89. Gazetter of Burma, ibid, P. 153
- ৪৪. সমুজ্জুল সুবাতাস, সংখ্যা ১৫, পূর্বোক্ত, পু. ৩২
- 8¢. on the History of Arakan, Journmal of the Asitic Society of Bengal, V0l-X111, Part-1, 1984, P. 24
- ৪৬. চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১ ও ৭৪
- ৪৭. মুহাম্মদ মুম্ভাফা মজিদ, পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি (ঢাকা : ১৯৯২) পৃ. ৬০
- 8৮. The Rakkhain Review, Voll. II,1995, উদ্ধৃত মুহাম্মদ মুস্তাফা মজিদ, পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি (ঢাকা : ১৯৯২) পু. ৭৪
- ৪৯. পূর্বোক্ত, পু. ৭৫
- ৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
- ৫১. আবদুল মাবুদ খান, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায় (ঢাকা : ২০১০, পৃ. ১০৮
- ৫২. ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা : ইতিহাস ও ঐতিহ্য (ঢাকা : ২০১২), পৃ. ৩৫৫
- ৫৩. ভিক্সু সুনন্দ প্রিয় সম্পাদিত, সৌগত, প্রবন্ধ, জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবন (ঢাকা : ২০১৫), পৃ. ৬
- 68. H. R Risely, Tribes and Caste of Bengal, Calcutta, VOI-11, P. 139
- ৫৫. স্থপতি বিশ্বজিৎ বড়য়া সম্পাদিত, উত্তরণ (রংপুর : ২০১১), পৃ. ৫০
- ৫৬. পূৰ্বোক্ত পৃ. ৭০-৭৩
- ৫৭. তথ্য উৎস, ভিক্ষু সুনন্দ প্রিয়, সম্পাদক, সৌগত, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ জনমিতিক বৈশিষ্ট্য

জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানই হচ্ছে প্রধান ধর্মীয় জনগোষ্ঠী। বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর অবস্থান, পরিমাপ, শতকরা বন্টন, বয়স, প্রধান পেশা, জন্মহার এবং মৃত্যুহার সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার জন্য বিভিন্ন সময়ে জরিপ করা হয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৯০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রতি দশ বছর পর পর ধর্মভিত্তিক জরিপ পরিচালনা করা হয়। শুধুমাত্র বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ১৯৭১ সালে যে জরিপ করা সম্ভাব হয়নি সেটা ১৯৭৪ সালে সম্পন্ন করা হয়।

বাংলাদেশের (১৯২১-২০১১) মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যার পরিমাণ নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি (২.১) : সংখ্যাতাত্ত্বিক বন্টন এবং প্রধান ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর শতকরা বন্টন (১৯২১-২০১১)^১

2007	300	মুসলমান	휨	ক	হন	বৌদ্ধ	9 1	খ্রিস্টান	의	ब	अ न्यान्य
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	(०००)	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
N.	(000)	(000)	প্র	(000)	থ্র	(000)	쑆	(000)	গ্ৰ	(000)	থ্য
८५६८	80500	989cc	৬	नन्द्र	u u	অন্যান্যদের	পৰ্যাপ্ত নয়	অন্যান্যদের	পৰ্যাপ্ত নম্ব	882	د ود
98	0000	X X 00 0	0.5		ķ	সাথে সম্পৃত্ত	7	সাথে সম্পৃত্ত	6	000	90.7
८०४८	୦୫୬୭	২৪৭৩১	ઝ. <i>ર</i>	9980C	4.۶	n		৫১	n	ଝ୬ତ	4.4 ९ (-)
১ 88১	८ ०००	५०७ ४८	J&.G	989 66	<u> </u>		F	ଟ୍ର	(-)১৩.১	୦ଝନ	8V.V
১ ৯৫১	83800	७२२२१	જ્ઞ.પ	৯২৩৯	(-)২১.৩	७८७	r	१०५	४०४.%	83	(-)৯৪.১
১৯৬১	08402	०९५०८	২৬.৯	୦ ଏବଝ	۵.۵	860	۶.۹٤	484	୦.୯୦	89	ન .8¢
86ዳኖ	468¢b	९००९	୭.୯ ୫	ଜନକଝ	6.5	ଝ୦୫	8.ዮሬ	عرد	80.0	222	८ .क०९
১৯৮১	०५८१	የ 48⊅የ	<i>૨</i> ૭.૧	06 Joc	ଚ.ଝ	বত্য	9.55	২৭৫	২৭.৩	২৫০	2.026
८४४९	१०७०००	९४४०६	ર8.8		4.2	<u> ೧</u> ೭೪	4.26	କ8ତ	২৫.৮	94 8	8.8¢
२००५	220000	०९०८८८	P.4¢	40966	4.9	866	પ્ર <u>8</u> .૨	ଝ୍ୟତ	৯৯.০	८६८	২'০০(-)
२०४४	88088	305006	৯.৬১	०००५८	৬.০	ዕଝብ	አ የ.0	688	\$8.8	४०४	6.9

এখানে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হাজার হিসেবে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। ১৯২১, ১৯৩১, ও ১৯৪১ সালে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী এবং ১৯২১ সালে খ্রিস্টান হাজারের কম হওয়ায় অন্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপরিউক্ত ছক থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ১৯২১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা হার ৬৮.১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯.৬% এ আসে। হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার ৩০.৬% থেকে নেমে এসে ৯.৩% হয়। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মুসলমান ৮৯.৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯০.৪% হয়। হিন্দু জনসংখ্যার হার ৯.৩% থেকে কমে ৮.৫% হয়। বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী শতকরা হার খুব বেশী তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি। দুই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মিলে শতকরা মোট জনসংখ্যার ০.৯% হয়। ১৯৫১ সাল থেকে খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ০.৩% ছিল এবং তা এখনো অপরিবর্তনীয় রয়েছে। ১৯৭৪ থেকে ২০১১ সাল বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ০.৬% রয়েছে। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর শতকরা হারের পরিমাণ ১৯২১, ১৯৩১ ও ১৯৪১ সালে কিছুটা বেশী থাকলেও পরবর্তীতে এর পরিমাণ আরো অনেক কমে যায়।

সারণি (২.২) : বিভাগভিত্তিক বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বিস্তরণ (১৯৫১-২০১১)

জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬১-২০১১ সালে ঢাকা বিভাগে মুসলমান সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। একই ভাবে ২০১১ সালের জরিপে বরিশাল, রাজশাহী, ও চট্টগ্রাম বিভাগেও মুসলমান বেশী দেখা যায়। আবার ১৯৬১, ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১ ও ২০১১ সালে খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তুলনামূলকভাবে বেশী দেখা যায়। বাংলাদেশে বিভাগভিত্তিক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিস্তরণের বিষয় সম্পর্কে একটি ধারণা নিচে তুলে দেওয়া হলো।

সারণি (২.৩) : বিভাগভিত্তিক বিভিন্ন ধর্মাবলদী জনগোষ্ঠীর বিস্তরণ (১৯৬১-২০১১)

রাজশাহী	र्वन	ঢাকা	চট্টগ্রাম	বরিশাল	বাংলাদেশ	2	বিভাগের
୦୬୫ଏବେଝ	०३०५६३८	८४४०७४८	১১৭২১৭৭০	24(289G	४५७५७५४	মেট	
8800688	904080	৯৯৭৬১৪২	840444	২৮৯৭৭৬৯	७२२२७७ ७	মূ সলমান	
১৯১১৯৪৬	১৫২৭৪২৮	8688408	২৪৯৯৪১২	938680	००१९०५	হিশু	সংখ্যা
483	૪	So	60000	8୯୦କଟ	८४५५०	বৌদ্ধ	
୬ ୫କ୯୯	ንዓብቂ	P8869)२७ १ १	28066	bospoc	ন্ত্রিস্টান	
०२७८	୬୦୯	8229	४४४४	80.6	९ २५०८	ષનાાના	
300,00	\$00.00	٥٥.٥٥د	٥٥.٥٥	300.00	\$00.00	মোট	
4ତ.ଝା	৬৬.৫৬	b. 8.4b	ሳ ৫. ሳ¢	ዓ <i>ን</i> የь	ያ4.৬ዮ	মুসলমান	
२०.8१	૭૭.૨૨	২০.৪৬	25.02	৮ କ.ଝ¢	86.११	হিন্দু	শতকর
0.00	0.00	٥.٥٥	२.৫१	0.80	୦.୩৬	ৰৌদ্ধ	=
٥٤٥	(ډ.ه	0.8%	دد.ه	ره.0	०.२৫	ঝু	
૦.૦૨	0.03	0.09	٥.٧	0.03	٥٤.٥	ū	

১৯৫১ সাল

১৯৬১ সাল^ত

বিভাগের			मश्या						*তিক্র	1675		
মু	जीह	মুসলমান	ঞ্	বৌদ্ধ	बिन्धीन	অন্যান্য	<u>ी</u>	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	শ্বিস্টান	অন্যান্য
বাংলাদেশ	<i>১</i> ৯২০৪.4০ <i>১</i>	९४८०६४०८	୯୬୬୯୮୭୯	৮৭৯৮৯	SOR485	8 ५७५८	\$00.00	PO.80	28.45	96.0	Ø0	% 0.0
বরশাল	8२७५५५	୬ ୯୬ବ୯୫ର	6.4J08b	4688¢	मुक्तिर		\$00.00	80.5A	40.94	RY.O	RY.O	
চট্ট্রয়াম	०४न४२न०९	००२.48.4०९	b ୬ b ጵ ଏ ର≿	୯୬୫4୬ଚ	५०८४५	880%	\$00.00	ବ୍ୟୁ.୯୦	29.00	3	0.56	0.09
ঢাকা	১৫২৯৩৫৯৬	କଃ b ୯ନନ ୪୯	९४७४२४२	०००९	4୫ନ୍ଚ	ऽ४८५०	\$00.00	84.54	\$\$.d<	\$0.0	0.83	0.50
त्रुंगग	(४०००५)	१৮०२९८	৮০৪৮৭৯९	∂8 ¢	40>0ና	२०४४	\$00.00	40.केक	२५.४२	0.0 \$0.0	9×.0	% % %
রাজশাহী	१७०००५९	ଚଦ୍ୟେଷ ୬ ଧ	९ ८९४८०२	248¢	4028 2	4244x	\$00.00	49.5A	24.2à	0.0	0,40	9.54 F

ह**ें** यात्र বরিশাল রাজশাহী **설**리 뒿 긜 বিভাগের বাংলাদেশ 49575PC **968898** \$65678D 22020600 ४०६१०१४८ **48**666866 릙 878460CA **মুসলমা**ন かとものとなみ 955842C 6642428 6466486 **१००५५५५८** 2262209 2029200 विन 4665872 4450745 466484 4800PA সংখ্য 9000 482 9229 ५४१०८५ 889X **64408** <u>a</u> 48448 2026 ४०७ ८ ととのかとか শ্বিস্টান 44800 490000 GE, 2992 2840 **60000** धन्। とのかのと 30000 200.00 200.00 200.00 300.00 200.00 200.00 킖 80.94 62.64 PG. 23 P8.00 ₽4.80 8¢.4P **মুসলমা**ন ছ**নু** 77.67 0. Y 77.78 24.29 20.93 50.00 ৰ তিক্র ٥. الم 0.02 0.00 א. אלייני 90.0 0.65 **A** o. 3 0.24 ولا.0 ٥.*٧*٥ 0.00 ٥. ٥٥ खर्ज न લનાન 0.09 90.09 ٥.٧ 0.00 يد.ه ٥. ي

১৯৭৪ সাল

১৯৮১ সাল

বিভাগের			मध्या						ছ হ	t o.		
ম	ज <u>ा</u> ड़	गूजनगान	श्रम्	ঝি	শ্বিস্টান	षन्त्रीन	धीर	भूजन्यान	रू इ.	বৌদ্ধ	खिर्योन	षन्त्रान्
वाश्वाटमन	<i>वेज्ञहर</i> ८५४	୦ ୬ ୯ନ୍ୟ୫୬৮	५०६ ५०५८६	(ଦେଶର)	९ 488५२	4 %&&&%	\$00.00	DA: 94	37.70	3.0	6.0	æ
বারশাল	ংএ১৫০১ন	৮୬ନ4୦ନ୬	00)AbA	4୬୯୫	8 २ 4४९	₹98%	\$00.00	94.94	\$6.6°	90.0	8%.0	80.0
চ টু খাম	ብ ብወውቁወትት	484ኛውፍና	५ ८०१०८१	438650	११ ०८	୦୯୦୬୫	\$00.00	29.54 4	89.55	3 3	٥.٥	3.0
ঢাকা	२ ८५०२५२	୫୧.୩୦୧.୬୦୧	৯৫৪৪৯ ৯৯	8480	०२९०२९	१००००	\$00.00	ላይ.ፍላ	8. %	60.0	98.0 9	0,30
बूंगना	ର <i>୯ ୬</i> ର୫ବ <i>୦</i> ୧	৮০১০১৯৭	न९ युष्टे नि	3308	ବଞ୍ଚଳଞ	०३०.4	\$00.00	\$0.0¢	\$8. 6 %	\$0.0	0.88	40.0
রাজশাহী	८७७६०८८५	86854845	 \$25.468}	୯୦୬ର	६ ०७० <i>५</i>	୬୯ ୫୬୯	\$00.00	۴٩.8٦	\$5.48	0.00	0.48	9.0

রাজশাহী	খুলনা	ঢাকা	চট্টগ্রাম	বরিশাল	বাংলাদেশ	শ্ম	বিভাগের
২৬২১০০৪৪	३२७४८७७७	১৮ ৫৯৬৫৯	68 86486	9842480	১০৬৩১৪৯৯২	মোট	
२७) १७०७४	42640906	५०८५७८८	२००७७००२	P& 186 56	४५०६ ४४७%	মুসলমান	
২৭৪৮৫১৭	২০২৯৮৫৭	২৬৫৬৭০৮	<i>ን</i> 86664	৮৬৬০৩৯	১১১৭৮৮৬৬	श्चि	সংখ্যা
২১৩০৩	2882	२०८७०	452862	የ ው	৬২৩৪১০	বৌদ্ধ	
P\$860	१ ५५	842824	০১৯১১	କଝଞ୍ଜ	৩৪৬০৬২	শ্বিস্টান	
985८4८	888	P & & 48	88022	২৪২৬	২৮৫৬২৫	પ્રના ના	
\$00.00	300.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	300.00	মোট	
৮৮.৪২	৮৩.৬১	82.38	ক৫.৬৮	৮৮.১০	৮৮.৩০	মুসলমান	
30.8%	১৬.০০	ور. م	30.00	১১.৬০	١٥. <i>٩</i> ٧	হিশু	শতকর
40.0	०.०२	০.০৬	ર.১১	୦.୦৬	0.6%	বৌদ্ধ	킈
০.৩২	0.00	0.89	०.२०	০.২০	0.90	খ্রিস্টান	
০.৬৯	0.09	0.30	०.३७	0.00	०.२१	धन्याना	

১৯৯১ সাল

२००১ मान

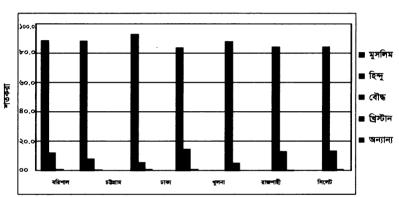
বিভাগের			मश्या						শতক্র শতকর	l .		
	মোট	মুসলমান	हिन	বৌদ	जिल्हा जिल्हा	खनग्रन्	ही हैं	भूजनभान	क् र	বৌদ্ধ	শ্রিস্টান	वन्त्रोन्
वारमाटमन	১২৪৩৫৫২৬৩	১১১৩৯৩২৫০	<i>4</i> କ\ 80ক((494044	DD446	८ १९०६८	\$00.00	ላ <u>ው</u> .ፍላ	99.œ	3.0	30.0	0.56
वित्रभाग	ब ९५०५९४	१ .40.466b	९७०५९४	₹ 8 90	48085	न्तिर	\$00.00	ል թ. ፍ ላ	₽ 8.	90.0	٥.٥	% % %
চ ট্ট য়াম	३८३४००५८	ঀ৹৹৻৮৶৻ৼ	ऽस्थ्रभर	ብ ¢8¢৭¢	କ୍ୟ ୦୭୬	S8840	\$00.00	04.44	4. 9.	3.9	3.0	4 0.0
	૭ ৯০৪৪৭১৬	4৮ ০৯৪ ং ৯০	२१२के ०१०	8 %२4	ऽ४ऽ०११	१८७४	\$00.00	3 2.64	₽ Æ :9	, 0.0	£ 9.0	80.0
बूनना	১৪৭০৫২২৯	१८५०५ ३२९	२००४३०२	0 44	9 ¢088	ବରଝର	\$00.00	89.9A	\$8.00	0.0	0.0	0.00
<u>ब्राष्ट्र</u> नाथै	৯৮ 4(০২০৯	৶ঽঀ৹ঀ৹৳ঽ	የ ዩዋብብት	4903	ननक <i>ग</i> ०९	% 0408¢	\$00.00	୦କୁ.ଜୁନ	3.4 9	٥.0	9.0	o.86
সিলেট	୩୬୯୬୯୫ ୯	९०५२४१५	ላይትቁትትና	97 &	ଚନ୍ଦ୍ରଦେ	4୯୦ର	\$00.00	b8.84	48.9¢	60.0	9×.0	40.0

সিলেট	রংপুর	রাঞ্চশাহী	बुंग ना	ाका	চ ট্ট গ্রাম	বরিশাল	বাংলাদেশ	নাম	বিভাগের
おからくとお	42664626	40484846	ዴ	4(885868	46005845	৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽৽	P&908088¢	মোট	
9988484	6902420K	८६-४४८६८	8446 (96)	400b9 k88	१०१०७४	6-48982b	09.480cook	মুসলমা ন	
נגמנמטנ	48८६४०६	२ ६५५०८	8929९०२	८८८०७६८	20000008	৭৬২৪৭৯	०८५५५५	হিন্দু	সংখ্যা
3386	২৭৭৬	« ۵»	688	46026	466664	9229	८२५६४४	বৌদ্ধ	
22886	08280	400୧ନ	ଝ୬୯୦୫	୦ ୯8 <i>୬</i> ৮୯	৬৩৫৩১	১৩২৪৭	% 00688	খ্রিস্টান	
८७४८८	25060	4084P	ያ ርዓዊ	ንሁባራባ	২৭৬৪৪	980	१७५६०६	વન્ડાન્ડ	
\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	মোট	
80.08	90.4d	८०.०५	ৎৰ.৯৭	৯৩.৩৪	৮ ৯.৫৮	% 0.⊌8	30.93	মুসলমান	
\$8.0€	८४.७८	44.0	24.56	৬.২২	9.0₽	৯.১৬	80.4	दिन्	শতকরা
0.03	ە.0ك	0.00	0.00	0.00	७.०₽	0,08	૦.৬૨	বৌদ্ধ	의
0,2	वि.०	96.0	०.२४	0.09	०.२२	০.১৬	০.৩১	খ্রিস্টান	
٧.٧	୦.୭৬	०.8२	୦.୦৬	0.08	ەد.ە	0.00	8د.ه	चनाना	

সিলেট বিভাগ ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে ছিল। ২০০১ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের মোট জনসংখ্যাকে এ দুই বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। ২০১১ সালে তারই ধারাবাহিকতায় জনসংখ্যাকে দুই বিভাগে ভাগ করে দেখানো হয়।

এখানে আরো বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৫১ সালের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বিভাগভিত্তিক জনসংখ্যার কোনো বন্টন পাওয়া যায়নি।

নিচে চিত্রের মাধ্যমে ২০১১ সালের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর বিভাগভিত্তিক শতকরা বন্টন দেখানো হলো :



এভাবে একটি ছকের মাধ্যমে অন্যান্য বছরের ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ও বিভাগীয় বন্টন ও দেখানো যায়। বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ। গ্রাম শহরে তাদের অবস্থান বেশি। নিন্মে একটি ছক্ট প্রদান করা হলো:

ধর্ম		২০১১		২০০১					
74	বাংলাদেশ	গ্রামীণ	শহর	বাংলাদেশ	গ্রামীণ	শহর			
মোট	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00,00	\$00.00	\$00.00			
মুসলিম	৯০.৩৯	৯০.২৬	৯০.৮২	৮৯.৬	৮৯.৪	৯০.২			
হিন্দু	৮.৫8	৮.৬৬	৮.১ ৫	৯.৩	১.৫	৮.٩			
বৌদ্ধ	دد .ه	0.00	o. ৩ ৫	0.৬	0.5	0.5			
খ্রিস্টান	০.৬২	০.৬২	دد.٥	0.0	0.0	0.8			
অন্যান্য	0.58	०.১७	0.09	૦.২	૦.২	۷.٥			

সারণি (২.৪): বৌদ্ধ জনসংখ্যার বিভাগভিত্তিক শতকরা বন্টন (১৯২১-২০১১)৮ পূর্বের অধ্যায়ে বিভাগভিত্তিক জনসংখ্যার শতকরা বন্টন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনা থেকে বৌদ্ধ জনসংখ্যার বিভাগভিত্তিক শতকরা বন্টন উল্লেখ করা হলো। যথা:

বিভাগভিত্তিক বৌদ্ধ জনসংখ্যার শতকরা বন্টন: ১৯৫১ সাল

বরিশাল: ০.৪৫%

চউ্ডাম : ২.৫৭%

ঢাকা : 0.0**১**% খলনা : 0.00%

রাজশাহী: ০.০০%

বিভাগভিত্তিক বৌদ্ধ জনসংখ্যার শতকরা বণ্টন: ১৯৬১ সাল

বরিশাল: ০.২৯%

চট্টগ্রাম : ২.৬৩%

ঢাকা : ০.০১%

খুলনা : 0.0\% রাজশাহী: 0.0\%

বিভাগভিত্তিক বৌদ্ধ জনসংখ্যার শতকরা বন্টন : ১৯৭৪ সাল

বরিশাল : ০.০৮%

চট্টগ্রাম : ২.২৯%

ঢাকা : ০.০২%

খুলনা : ০.০১% রাজশাহী: ০.০২%

বিভাগভিত্তিক বৌদ্ধ জনসংখ্যার শতকরা বন্টন : ১৯৮১ সাল

বরিশাল: ০.০৬%

চট্টগ্রাম : ২.৩২%

ঢাকা : ০.০২%

খুলনা : 0.03%

রাজশাহী: ০.০২%

বিভাগভিত্তিক বৌদ্ধ জনসংখ্যার শতকরা বন্টন: ১৯৯১ সাল

বরিশাল : ০ ০৬%

চট্টগ্রাম : ২.১১%

ঢাকা : ০ ০৬%

খলনা : ০.০২%

রাজশাহী: ০.০৮%

বিভাগভিত্তিক বৌদ্ধ জনসংখ্যার শতকরা বন্টন : ২০০১ সাল

বরিশাল : ০.০৪%

চট্টগ্রাম : ৩.১১%

ঢাকা : ০.০২%

খলনা : 0.05%

রাজশাহী: ০.০২%

সিলেট : ০.০১%

বিভাগভিত্তিক বৌদ্ধ জনসংখ্যার শতকরা বন্টন : ২০১১ সাল

বরিশাল : 0.08%

চট্টগ্রাম : ৩.০৫%

ঢাকা : ০.০৩%

খুলনা : 0.00%

রাজশাহী: ০.০০%

রংপুর : ০.০২%

সিলেট : ০.০১%

উপরিউক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে চট্টগ্রাম বিভাগে বৌদ্ধ জনসংখ্যার শতকরা হার সবচেয়ে বেশী। খুলনা, রাজশাহী এবং ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে কম। এখানে ১৯৫১ সালে বিভাগীয় জনসংখ্যা লক্ষ্য করলে দেখা যায় চট্টগ্রাম বিভাগের বৌদ্ধদের সংখ্যা অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশী। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রামু, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধদের শতকরা বন্টন বেশী ।

বৌদ্ধদের সামাজিক ও জনমিতিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা

সামাজিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার মাধ্যমে যে কোনো জনগোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এ ধরনের বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করা সকলের একান্ত প্রয়োজন। ধর্মীয় প্রভাব সমৃদ্ধতম কাঠামোকে অনেকভাবে প্রভাবিত করে। এটি জ্ঞানের প্রসারেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৌদ্ধর্মর্মর ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রভাব সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে তাদের সামগ্রিক জীবনযাত্রা এবং আচার-আচরণ অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে বেশ পার্থক্য করা যায়। বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় পার্বত্য চট্টগ্রামের এবং উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র জাতিসন্তা বৌদ্ধ এবং সমতলীয় বাঙালি বৌদ্ধ দুভাগে বিভাজিত। তারা সকলেই প্রাচীন থেরবাদী কিংবা হীনযানী বৌদ্ধর্মর্মের অনুসারী। তবে এটা ঠিক যে, এরা বৌদ্ধর্মর্মের অনুসারী হলেও এদের সামাজিক কাঠামো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও জনমিতিক বৈশিষ্ট্য অনেকটা ভিন্ন ভিন্ন। নিম্নে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত অবস্থানের সারণি দেয়া হলো।

সারণি (২.৫) : বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-ভাত্তিক আদিবাসীর নাম ও অবস্থান^{১০}

জাতির নাম	অবস্থানগত জেলার নাম
চাকমা	পার্বত্য চ ট্ট গ্রাম, রাঙ্গামাটি , বান্দরবান , খাগড়াছড়ি
মারমা/মগ	বান্দরবান, কস্মবাঙ্গার, পটুয়াখালী , রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি
রাখাইন	পটুয়াখালী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, বরগুনা, বরিশাল
তনচংগা	পার্বত্য চ ট্ট গ্রাম, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার
মুরং/শ্রং/ ম্রো	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
চাক্ /সাক	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
খুমি/কৃমি	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
খ্যাং/খিয়েন	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
ওরাং/ওরাও	বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর

বিভিন্ন আদিবাসীর সমাজব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কোনো কোনো ক্ষুদ্র জাতিসন্তা বা আদিবাসীদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক আবার কোনো কোনো ক্ষুদ্র জাতিসন্তা বা আদিবাসীদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামো কিংবা মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথার প্রচলন রয়েছে। যেমন : চাকমা সমাজে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথার প্রচলন রয়েছে। যেমন : চাকমা সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ও মারমা সমাজে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো বিদ্যমান। আবার তাদের উভয়ের পোষাক পরিচ্ছেদ, শিক্ষা-দীক্ষা, খাদদ্রব্য, বিবাহব্যবস্থা, জীবনধারণ পদ্ধতি, সংস্কৃতির অঙ্গন, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া পেশাগত দিক থেকে দেখা যায়, তাদের মধ্যে কেউ চাকুরীজীবী কেউ বা আবার কৃষক বা ব্যবসায়ী। সাধারণত বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা যায় যে, চাকুরীজীবী এবং ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই শহরে বাস করে। বর্তমানে তারা বিভিন্ন বিনোদনেও অংশগ্রহণ করছে। আর যারা কৃষক তারা গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন করতে পারে না। এছাড়া তারা স্থায়ীভাবে আদিনিবাস পাহাড়ে বসবাস করতে বেশী পছন্দ করে।

উপসংহার

প্রতিটি দেশেই জরিপ করা হয়। প্রত্যেক দেশের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বটে। জরিপে ধর্মভিত্তিক একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যা থাকে যার মাধ্যমে কোন ধর্মের মানুষ ঐ দেশে শতকরা কতজন লোক বসবাস করে তা জানা যায়। দশ বছর পর জরিপ কর্ম সম্পাদন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জরিপ করা সম্ভব হয়নি। ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সালে শতকরা হারের কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে ১৯৫১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে যেখানে ধর্মভিত্তিক শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়। তাছাড়া এখানে বিভাগভিত্তিক শতকরা বন্টন হিসেবে বৌদ্ধদের শতকরা হার আলোচনা করা হয়। অধ্যায়টিতে একটি ছক উপস্থাপিত হয় যার মাধ্যমে আদিবাসীদের অবস্থানও জানা যাবে।

তথ্য নির্দেশিকা

- 3. Bangladesh Bureau of Statistics, 2011, P. 85
- 2. Bangladesh Bureau of Statistics, 1991, P. 106
- o. Bangladesh Bureau of Statistics, 2001, P. 99
- 8. Bangladesh Bureau of Statistics, 2001, P. 99
- &. Bangladesh Bureau of Statistics, 2001, P. 99
- **b.** Bangladesh Bureau of Statistics, 2001, P. 100
- 9. Bangladesh Bureau of Statistics 2001, P.100.
- b. Bangladesh Bureau of Statistics, 2011, P. 88
- ob. Bangladesh Bureau of Statistics, 2011, P. 87
- ১০. রামকান্ত সিংহ নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠী (ঢাকা : ১৯৯৯), পৃ. ৪৫

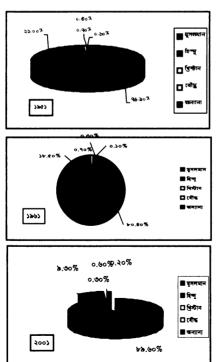
তৃতীয় অধ্যায় বৌদ্ধ জনবিস্তরণ

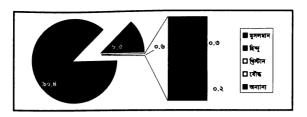
জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে প্রতি কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করাকে বোঝায়। দেশের মোট আয়তনকে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। জনসংখ্যার বন্টন বলতে জনসংখ্যার বিস্তরণকে বোঝায়, অর্থাৎ কোথায় কতজন লোক বাস করে তার পরিসংখ্যানকে বোঝায়। জনসংখ্যার বন্টন = জনসংখ্যার বিস্তরণ। জনসংখ্যার বিস্তরণ ও বন্টন বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে প্রায় এক রকম নয়। সচরাচর প্রাকৃতিক পরিবেশ, যাতায়াত ব্যবস্থা, জলবায়ু ইত্যাদি জনসংখ্যা বন্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলো থেকে পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোর তুলনায় ঘনত্ব বেশী। অনুরূপভাবে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বৌদ্ধদের শতকরা হারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া নানাবিধ কারণে (অর্থাৎ জন্মহার-মৃত্যুহার) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যায় কম অধিবাসী জনসংখ্যার বিস্তরণের মধ্যে সচরাচর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সারণি (৩.১) – বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর শতকরা বন্টন ১৯২১-২০১১

জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী ১৯২১, ১৯৩১ ও ১৯৪১ সালের বৌদ্ধ জনসংখ্যা গণনার জন্য তেমন পর্যাপ্ত নয়। তাদের জনসংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল শতকরা ০.৭%, ১৯৬১ শতকরা ০.৭%, ১৯৭৪, ১৯৯১, এবং ২০১১ সালে ছিল শতকরা ০.৬%। সুতরাং বোঝা যায়, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর পরিমাণ একবারে খুবই কম। বিগত বিশ বছরে এ শতকরা হার অপরিবর্তিত রয়েছে। এখানে বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর শতকরা হার বৃদ্ধি না পাবার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যায়, বাংলাদেশে অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু রয়েছে (Buddhist monk) যারা কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। তাছাড়া পরিবার ছোট রাখার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পরিবার পরিকল্পনা মেনে চলাও অন্যতম কারণ।

এ দেশে বৌদ্ধদের শতকরা হারকে একটি চিত্রের মাধ্যমে আরো সুন্দর করে উপস্থাপন করা সম্ভব। এ চিত্রের মাধ্যমে পাঠক সহজেই তাদের শতকরা হার সম্পর্কে জানতে পারবে।





১৯২১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর শতকরা হার বন্টন নিচে প্রদান করা হলো।^১

জরিপ	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
7%77	\$00.00	७१.२	٥.٥			٥.٤
7957	\$00.00	৬৮.১	90. 9			٥.٤
८७४८	\$00.00	৬৯.৫	২৯.৪		٥.২	٥.٤
7987	\$00.00	90.0	২৮.৪		۷.٥	۵.۷
ረንፈረ	\$00.00	৭৬.৯	૨ ૨.૦	0.9	0.0	۷.٥
১৯৬১	\$00.00	bo.8	Jb.@	0.9	0.0	۷.٥
8P ፈ ረ	\$00.00	b¢.8	30.0	0.8	0.0	૦.২
7947	\$00.00	bb.9	১ ২.১	0.8	0.0	0.0
7887	\$00.00	bb.0	۵.0د	0.8	0.0	0.0
२००১	\$00.00	৮৯.৬	৯.৩	0.8	0.0	૦.২
२०১১	\$00.00	8.06	b. @	0.8	ە.ە	૦.ર

সারণি (৩.২): জেলা ভিত্তিক বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনসংখ্যার বিস্তরণ ১৯৫১ সালের পূর্বে বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনসংখ্যার বিস্তারিত আলোচনা থাকলেও জেলাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত তেমন পাওয়া যায়নি। নিচে ১৯৫১-২০১১ সাল পর্যন্ত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর জেলাভিত্তিক বন্টন উল্লেখ করা হলো। এগুলো যার মাধ্যমে বৌদ্ধদের জনবিস্তরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে।

স্থান	সকল ধর্ম	মুসলমান	হিন্দু	?	খ্রিস্টান	বৌদ্ধ	অন্যান্য
পূৰ্ব	৪১৯৩২৩২৯	৩২২২৬৬৩৯	৪১৮৭৩৫৩	৫० ৫২২৫०	১০৬৫০৭	<i>৯</i> 7৮%৫7	৪০৬২৯
পাকিস্তান							
রাজশাহী	৯৩৩৮৪৫৩	8600786	৫৯৭৭৭৬	\$0\$8\$90	<i>>></i>	২৪৮	५ ८२०
বিভাগ							
দিন াজ পুর	১৩৫৪৪৩২	৮৭৩৯০৭	৬৫৩১৭	870640	৩৭৮৫	৩৯	P-08
জেশা							
রংপুর জেলা	২৯১৬৪৭৬	২৩২৬৭৩৬	১২৭৭০৫	860660	2098	70	۶2
বগুড়া জেলা	১২৭৮১৮৫	১১১৫২৩২	৬৮৭৬৭	3880¢	৬২৮	৩	৫৬
রাজশাহী	२२०৫०৫१	১ ۹۹১৫৮১	১৯৭১৬৫	২৩০৫০১	৫०७१	398	የ ৮8
জেলা							
পাবনা জেলা	১৫৮৪৩০৩	১৩২৫৬৩৭	১৩৮৮২২	32F498	2029	٦	ره
খুলনা বিভাগ	৮২৪০২৩৫	६०७५१६१	968206	১৪৭৯৭৩৫	57070	১৬৪৭৫	890
কৃষ্টিয়া জেলা	৮৮ 8১৫৭	৮০৯৪৩২	8098৫	২৭০৯০	৩৮০৫	২৮	৫ 9
যশোর জেলা	১৬৩৮৩৮৭	7774408	२०५५४१	७३३৮৯२	১৩৭৫	৩৬	৫৩
বাকেরগঞ্জ	৩৬৪২১৮৫	২৮৯৭৬৯	২৪৪১৬৩	8৭২৩৮০	22086	8४०५८	208
জেশা							
ঢাকা বিভাগ	১২৬৩১৮৭১	৯৯৭৬১৪২	7760768	7808750	७४८४	८७५	৯১২৭
ময়মনসিংহ	৫ 9৮88৫	89%৫৫08	608770	88৩২৮৯	৩২৮৬৪	৪৮৩	৮8% 5
ভেলা							
ঢাকা জেলা	8०१२१৮১	৩২১২৭১১	876240	8२8२৮৫	79778	৩২৩	890
ফরিদপুর	२२१८७८४	১৯৬৭৯২৭	২৩০১৬৮	<i>৫৬৬৫8৬</i>	ଟେ୬ଟ	ર૯	260
জেলা							
চট্টগ্রাম	১১৭২১৭৭০	৮৮৭৯০৯৪	১৬৭৫১৮৭	४२ 8२२৫	25066	90208	২৯৫১২
বিভাগ							
সিলেট জেলা	৩০৫৯৩৬৭	२०१७२१8	¢¢0¢85	82७७४७	6874	906	78904
কুমিল্লা	৩৭৯২২০০	७०৮৫৯२७	8७२৯२१	২৩৮৯১৮	802	২৬৫০	৯৭
জেলা							
নোয়াখালী	২০৭১১৪৪	১৭৪৯৬৯৯	560270	৬৯৪৩১	৮৩০	৩৬২	ડ્ર
জেলা	,		,				•
চট্টগ্রাম	२७১১१৮৫	১৯৫২১২৮	७१७११०	৯৫৭৬০	7977	৮২৬৭৯	२१৫१
জেলা							
পাৰ্বত্য চ:	२৮१२१८	24090	98২৫8	৬90 0	৩ 98৫	२১৫०००	3890
জেলা		[1	1	,		

	সকল ধর্ম	মুসলমান	হিন্দু		খিস্ট্রা ন	বৌদ্ধ	অন্যান্য
পূৰ্ব পাকিস্তান	৬০৮৪২৩৫	80490843	৪৩৮৬৬২৩	७८००५५	००६४८	৩৭৩৮৬৭	8 १७५৫
রাজশাহী বিভাগ	77460049	৯৭৫৮৩৩	860069	709779	২৩১৪১	2984	২১২২৯
দিনাজপুর জেলা	१८६६०१८	77 406.97	৮২৭৬২	৪৪২৫৭৩	৮৮৬০	968	2980
রংপুর জেলা	৩ 9৯৬ ০ 8০	७১৯२৮৫७	286766	86207	২৮৪৮	7754	২ ২8
বগুড়া জেলা	\$0 68 P\$6	20086007	8606	৮৬১৪৫	১২২৬	રહ	৭৯৩
পাবনা জেলা	୦୬୦୫୨୫୪	১৬৯৫৬৫৩	780069	ንን ዓ৮৫	8064	49	રડર
খূলনা বিভাগ	००४४०००	৭৬১৭২৯৯	৮৬৬৫৩৮	7687854	২৭৬০৬	১২৬২৩	১৩২২
কুটিয়া জেলা	১১৬৬২৬২	১০৭২৯৩২	৫৪৮৯৬	৩৩৩৭৬	१०२५	৩১	৬
যশোর জেলা	২১৯০১৫১	১৫৭৩৬০১	२৫००११	৩৬৩৮৫৩	২২০৯	১৯২	٤٧\$
খুলনা জেলা	২২১৮৭২০	১৪৭৪২৩৮	২৮৫৮৩২	৬৭৯৪০৩	৮০২৩	ડ્રસ્	P606
বাকেরগঞ্জ জেলা	8२७ ऽ१७१	৩৪৯৬৫২৮	২৭৫৭৩৩	848760	১২৩৭৮	১২২৭৮	
ঢাকা বিভাগ	১৫২৯৩৫৯৬	১২৬৬৯৭৪৬	7769000	১৩৭০১২১	99688	2000	76850
ময়মনসিংহ	१०४४४०७	७१८४८७	8৮१०७२	୯୭୦୯୭	८७८७	১৭৬	20000
ঢাকা জেলা	¢0%¢98¢	8২০৩৪০০	880222	8२१৫8	২১২৩০	७०৮	৬১
ফরিদপুর জেলা	৩১৭৮৯১৫	২৩৪৭১৭৩	২২৮৫০৬	03006	4064	¢85	8
চ ট্ট গ্রাম বিভাগ	১৩৬২৯৬৫০	১০৮৪৮৬০৩	১৬৪৭৪৩৩	৭৪৫৩২৪	২০৪৭৭	৩৫৮৪৬৯	3088
সিলেট জেলা	0879649	২৫৫১৬৫০	<i>एए२</i> ऽ२१	৩৭৬১৪৮	৪৬৫৩১	১৯২	488 2
কুমিক্সা জেলা	8७४४४०७	৩৭৫৪১২৪	8২১৭৩৬	8७२৯२१	8৯9	২৮৮৩	৯৭
নোয়াখালি জেলা	২৩৮৩১৪৫	২০৯০১৩৯	২৩১৭৫৮	৫৮৬ 8৬	২৫৩	১৩৪৬	৩
চ উ থাম জেলা	২৯৮২৯৩১	২৭০৩৬৮	9904ec	৯৬০৭২	৩০৩৬	91090	৩১
পাৰ্বত্য চ উ হাম	৩৮৫০৭৯	8৫७२२	80964		20260	२१৫७৮১	৬૨૧૨

		٠
1500	प्राप्त	•
7948	সাল	

জেলা বিভাগ			শতকর	হিসেবে			मर्स्या हिरमस्य						
	মোট	¥	हि	ৰৌ	Ġ.	অন্যা	মোট	¥	R	ৰৌ	Û	च	
বাংলাদেশ	300	ኮ ዸ.8	30.0	0.6	0.0	0.3	47846	45002	৯৬৭৩	803	२५७	222	
চ ট্ট শ্ৰাম বিভাগ	"	P6.0	25.2	2.0	0.2	۷.٥	78-9-9-9	76.298	२२७२	8২9	13	ર8	
বাব্দরবান	,,											T	
পাবর্ত্য চ ট্রশ্রা ম	"	4.44	\$0.8	55.0	2.6	3.6	604	345	60	२२४	25	ъ	
চট্টশ্রাম	,,	b10.b	78.7	4.6	6.0	6.0	8036	৩৬১৭	609	₽8	8	8	
কৃষিক্লা	,,	३ ०.२	3 .9	0.0	0.0	6.0	6479	१२१०	¢48	٦	3	3	
নোয়াখালি	,,	3-2.b	9.2	0,0	0.0	0,0	৩২৩৪	9000	২.৩৩	١			
সিলেট	١,,	৮২.৬	36.8	6.0	0.3	0.3	8২৫৯	৩৯৩১	po4	٦	77	30	

ঢাকা বি.	,,	b9.6	33.6	0.0	0.0	6.0	47076	78-999	2029	9	778	36
ঢাকা	,,	49.6	33.8	0.0	0.9	6.0	9632	555-8	b-69	٦	69	9
ক্রিদপুর	,,	96.8	২৩.৩		0.0.0	0,0	80%0	9300	288		78	1
জাযালপুর	,,	1										
মরমনসিংহ	,,	8,04	9.0	0.0	0.0	۵.۵	9644	9062	869	3	94	ъ
টাঙ্গাইল	,,	b9.6	35.0		0.3	0.3	२०१४	72.79	200		6	0

चुनना वि		b 3.0	36.9	0,0	0.3	6.0	78796	33604	602	e	140	L
	"	+		10.0	+	+				٠.	+	ļ*
বরিশাল	,,	b 4.b	39.0		٥.۵	۵.۵	०७२४	900	৬৬৬		Q	1
যশোর	,,	96.0	२३.४		۵.۵		७७२१	২৫৯৫	928		1	١
चूनना	,,	93.2	২৮.৩	0.0	0,8	۷.٥	०१११	२००२	2006		70	9
কৃষ্টিরা	,,	30.3	8.9			۵.۵	7948	7498	pp			1
ণটুরাখালী	,,	र्य.चर्च	\$0.8	0.0			7899	7007	700	٥	Ī	

পটুরাখালী	,,	4.44	4.04	0.0			7899	7007	790	0		
		·										,
রা জণা ইী	,,	ኮ ৬.8	34.8	0.0	0.0	0.8	74007	১৪৯৭২	રર8ર	٥	60	58
বিভাগ									1		1	
বন্ধড়া	,,	\$4.5	٩.২	0.8	0.2	2200	२०१8	२०१8	১৬২		30	8
मिना क्ष भूत	,,	40.5	২৩.৭		0,0	0.9	२९१১	79-07	904		78	7.p.
পাবনা	,,	8.06	3.3		0,0	۷,٥	5 P76	₹486	২৬০		٩	1
রাজশাহী	1,,	brb.0	30.0	6.0	0.3	0.9	8266	0669	664	9	ъ	90

6889

8992

૦.ર ----

०.२

89.6

,,

রংপুর

12.0

22 70

648

								ን ୬ ዮን _ͼ					
জেলা বিভাগ				শতকরা	হিসেবে			সং	ৰ্যা হিসেবে				
	F	ষাট	¥	fe	বৌ	Û.	जन्म	মোট	4	हि	ৰৌ	G	ख
বাংলাদেশ	1,	00	b-6.60	32.30	0.65	0.03	0.38	P47799966	9685-555-0	১০৫৭০২৪৫	<i>(১৯৮৩০)</i>	२१८६४३	২৪৯৯২৮
বরিশাল	١,		b4.34	30.00	0.06	0.38	0.08	6409647	<i>የ</i> ৬০৮৬ ৫ ዓ	৮৭৮৫০৩	8762	30448	২৪৩৯
বিভাগ				ŀ									
বরগুনা	Τ.		30.20	≥.88	०.२१	0.00	0.08	৬৭৮১৪৩	৬১১৭২১	68009	ን ৮०٩	৩০৯	900
বরিশাল	,,		₩8.00	38.6%	(٥,٥	0.96	0.08	7996,900	7667506	266679	২০১	78965	90120
ভোলা	٦,		34.0b	9.5%	6.0	0.00	0.00	১১৭০২৬২	১০৭৭৫৬৯	86444	১৬২	રહ	(8)
ৰালকাটি	Ι,	Ī	P\$.00	38,86	0.03	०.०२	40.0	৫৮৩১১৬	894948	P4778	રહ	700	78-0
পট্রাখালী	١.,		80,80	à.9b	<i>و</i> لا.ه	०.०३	0.08	3268 do8	7065979	५०७२०१	১৮৬১	২৯০	82998.68
পিরো জ পুর],,		98,৮৯	₹0.05	۵.03	۲٥,٥	0.00	৯৪৭২০	903467	২৩৭৩৮৩	३०२	৯৭	540
মুদ্রাম বিভাগ	,,		be.96	77.48	ર.૭૨	44.0	০.২১	২২৫৯৫৫৮৮	79-06-51-81-	২৬৩১০৪১	¢ ২8 ৬ >0	80%%	86050
বাব্দরবান	۲,,		83.66	ર.৬૧	84.08	4.03	৩.৮২	39389 6	9>88o	8625	90392	১৩১৭২	5489
ব্রাহ্মপরাড়িয়া	٦,,		bb.23	\$0.68	۵.03	0.03	0.09	১৭২৮২৭৩	268740P	748470	784	२৯8	7548
চাঁদপুর	Τ,,		64.66	৮.৩০	40.0	0.03	0,00	১ 9৯৬ 9 99	১৬৬৩০	79765	১৫৬	২8 ২	3000
চট্টশ্রাম	٦,,		b4.98	38.66	২.২৩	دد.ه	০.২১	400088	0699666	608808	33000	8969	2080
कृभिद्या	١,,		\$2.50	৬.৮৮	०.১२	60.0	0,08	৩৩৫১১৩৩	<i>0)}}9000</i>	২৩০৯৪৭	8340	২৬০	১৩২৬
কল্পবাজার	Τ,,		3 3.96	¢.9¢	ર.૭8	0.04	0.01	১০২৬১৭২	887000	৫৮৯ ৭৪	48077	480	696
र क नी	,,		৯২.০৬	ዓ.৮৯	ده.ه	6.0	0,00	የ ፆቀቀፍን	৮২৭৪৮৬	१०५७५	776	۶۹	২৬১
হবিগঞ	١,,		96.06	२०.४०	०.०२	0.30	96,0	১২৭৭৩৬	\$\$9843	২৬৫৬৫৫	২৫৮	7466	১২১৭৭
ৰাগড়াছড়ি	<u> </u>		७२.५४	১৭.২৯	85.48	০.২৩	6.0	২৭৮৪৬১	P9900	82760	১৩৯১১৬৬	৬৩৭	bright .
नकीপুর	<u> </u>		88.२४	e.69	0,00	دە.ە	૦.૦૨	১১২০২৬০	२०६५२०७	60690	88	48	২৬৯
মৌলবীবাজার	<u> </u>		₩.88	\$0.00	0.09	۵.۹۵	૦.8૨	১১৭১৬০৬	405807	660330	F8¢	P-0006	85-68
নোরাখালি	<u>ب</u>	_	৯ ২.৭২	9.38	0.00	0.0b	0,00	7499909	po802	966097	P86	1000	8998
রাসামাটি	٠,	_	૭૨.৬৪	6.92	69.60	ડ.સ્લ	०.२४	७०५१९७	7669777	১২৮৩৬৮	83%	704.9	484
সুনামগঞ	<u>ب</u> ــا	-	৮২.৪৬	39.29	6.0	0.59	0.33	১৪২৮৭৮৭	94894	29487	749940	8699	४०२
সিলেট	٠,		\$3.32	7.48	0.03	0.08	0.২8	399998	167:904	767209	999	7850	8२४४
ঢাকা বিভাগ	,,	PS	76.6	à. 98	0.03	0.86	0.30	২৬২৩১৭৪২	২৩৫২৩৮৯	3 २००८८२५	8980	১২০৯২৩	२११৫७
ঢাকা	,,	97	.29	9.59	0.09	0.60	0.28	802000	৩৬৭২৫৭৯	७५७५५	२४०४	२७०७७	৫৭৬
করিদপুর	,,	-	.08	38.69	40.0	0.06	0.03	3030669	2229289	১৯৫৩২৭	778	440	202
গঞ্জিপুর	"	+	.60	b. b9	6.0	0.90	0.01	3396829	১০৬৬৮৬৩	208075	300	8380	269
সোপালগঞ	,,	-	1.60	80.98	0.00	3.26	0.00	৯৭৮৭২৮	৫৬৬২২৯	७७३२०७	202	১২৫৫৯	893
জামালপুর	,,	39	. 6 8	٤.১১	ده.ه	0.03	60.0	১৫৩০২৯৮	7894070	2004	QQ.	২৭৯	१०७५
কিশোরগ ঞ	,,	83	. 24 .	9,58	(٥.٥	0,00	60.0	১৮৯৫১৫৩	১৭৪২৭৬২	\$0890	780	४०२	2698
যাদারিপুর	,,	₽8	.95	₩ .9¢	(٥.٥	0.30	०.०२	380500	৭৯৬১২৬	১ ৫৮৭৭	કર	2800	360
মানিকগ ভ	,	þ.	o.ot	26.04	6.0	0.00	0.00	700089	48986	১৪৭৮৬০	Эb	२४	978
মূলিগঞ	,,	bb	.২৩	33.6 A	(٥.٥	0.30	0.00	১০৬৫৫৭৩	980778	১২৩৩৬৭	76.6	7474	976
মরমনসিং	,,	98	.09	8.80	(٥,٥	6.67	0.36	<i>৩২৩</i> ১০০৮	9003839	১৫৯২৭৫	758	રહ્યરહ	የ৮৮ ৬
নারায়নগঞ	,,	97	. دد.	9.80	०.०२	0.66	0.06	১৩৫৬৭২৮	১২৩৬১০১	১০৭৬০৫	২৮৬	১১৯৬৬	990
नविंशिशी	,,	34	6 0.0	৬.৮২	40.0	0,00	0.00	১ ৩২৮১১৭	<i>১২৩৬</i> ৪০১	90647	96	89	7000
নেত্ৰকোনা	"	74	.98	24.22	40.0	7.07	০.২৩	7885070	2586-007	398608	770	76447	००७१
রাজবাড়ি	,,	1).8૨	36.86	6.03	0.03	60.0	७१४६६०	৫৬৬০৬৬	222690	⊎ b	১২৬	674
শরিরতপুর	,,	28	.केर	8.8	0.00	0.00	0.00	৮৪৬৯৩২	F08840	8२२००	રર	ર	২৩৩
শেরপুর	**	96	.90	0.86	40.0	3.00	0.২0	> 47847	P-879	97280	86	%४६४	7245
টালাইল		300	.0	8,00	60.0	0,00	6.33	২৩৬২৯৪	4406777	579997	১২৩	9890	२७७७

জেলা/বি	ষোট	¥	हि	ৰৌ	19 .	जन्म	মোট	Ą	R	বৌ	Û	ø
वरनारमन	700	PF.90	30.03	0.03	0.00	0.49	१०५०१८४	POFF705P	2224AAAA	৬২৩৪১০	গ্রহণতদ্র	২৮৫৬
রিশাল বৈভাগ		bb.30	33.60	0.06	0.03	0.00	986480	60 980 30	P99009	8549	78994	4846
व्रक्त	,,	40.66	৮.৬৯	0.48	0.08	0.03	9966	906996	७९७ ३৮	১৮২৬	७७३	765
विनान	,,	b-6.b	30.30	0.00	0.60	0.08	२२०१८२७	১৯০২৬৬৭	२৮७२७७	900	१८१७८	290
ভাগা	,,	30.8 2	5.0 0	0.03	0.02	0.08	১৪ ৭৬৩২৮	7049744	30000	૭૨૯	২৯৬	678
ঝালকাটি	,,	۲۰. ۰۶	32.60	6.03	0.03	6.03	666709	647648	58 228	৬৩	787	৮২
শ্টুয়াখালী	,,	98.96	৮.৩৯	0.30	0.03	6.03	১২৭৩৮৭১	78/98/944	709479	১৬০৭	২৯৭	398
পিরা জ পুর	-,,	98.03	२०.७১	6.03	60.0	0.00	2040746	A800A7	২২২৩ ৩-	300	700	677
ইয়াম বিভাগ		b4.64	30.00	٤.২১	0.40	0.36	२१२৮१৯८१	২৩৭৩৬০০২	২৮ 9998¢	৫৭৪৫২৮	00000	8893
ৰান্দৱবান	,,	89.64	0.02	96,00	9.29	69.0	২৩০৫৬৯	709400	A706	৮৭৬১৩	১৬৭৬৯	৮২৮২
বি,ৰাড়িয়া	,,	ào,9≎	8.09	0.00	0,08	0.33	2383980	১৯৪৩২৭১	778000	893	৮৯৬	2298
চাদপুর	,,	\$ 2.66	9.36	0.0%	0.09	0.30	২০৩২৪৪৯	7647700	786447	7900	2866	2600
চট্টপ্রাম	,,	४७.७२	30.96	2.03	0.32	64.0	৫२৯৬১२१	8888	926696	306096	9089	ppec
कृशिका	<u>"</u>	34,04	0.50	0.38	0.00	0.03	8002666	৩৭৮৪৭৭৪	२७१৮১৮	१२७७	7060	981rb
কল্পবাজার	" -	2.50	6.90	2.29	0.00	0,08	7879590	১৩০৭৪৬৭	92822	901-6-0	brea	645
रक्नी	"	3×2.50	9.38	0,00	60.0	0,03	2086980	2029982	91-090	२७४	86	২৮০
হবিশভ	" -	bo.30	38.32	0.08	0,50	0.89	১৫২৬৬০৯	2448460	२७३४५७०	৬২৯	2000	9229
ধাগভাছডি	<u>"</u>	89.84	36.68	98.83	0.39	0.07	084855	365608	64764	242602	303	200
লক্ষিপুর	"-	≥¢.₹৮	8.55	0,03	0.03	0.03	১৩১২৩৩৭	2560800	42284	333	330	২৮৬
মৌলজী বা.	"	90.69	२৮.७১	0.08	0.48	0.54	2096666	947474	৩৮৯৭২১	670	25667	2999
নোৱাখালি		88,04	4.83	0.00	0,03	0.08	2239808	3093034	284242	3093	2809	398
व्राज्ञायाणि	"	95.29	0.63	(10,bro	3.33	0.56	807994	26 4960	२२৫8७	२ऽ७०७१	883	500
সুনামগ্ৰ	"	b0.63	20.50	0.06	0.30	0.39	2904660	34 1040 346948	292080	349	9867	25-07
সূদ্যা র দি	<u>"-</u>	82.28	9.50	0.00	0,03	0.32	3700000	3840746	369266	669	78.90	2660
চাৰা বি.	<u> </u>	84.46	7.50	0.00	0.89	0.30	०२७७१३११		36486906	20890	76867	_
गका ।प. गंका	"							49464906				8642
তাক। করিদপুর	<u>"</u>	32.92 59,33	9.0 0	6.33	0.63	0.00	@b-02-682	48784-06	998989	6064	95968	2558
পারদপুর গাজিপুর	"	84.66 84.66	9,50	6.03	0.08	0.08	>404966 >645	7048P06	749990 749999	২০৭ ৩১৩	7788	477
গলবসুদ্ধ গোপালগঞ	<u>"</u>	60.65	04.90	0.03	3.30	0.08	2042604	948504	७१२ <i>७</i> २७	448	24984 24984	200
	-				_		2648880 7648880			985		
জামালপুর কিশোরগঞ	<u>"</u>	39.98	3.36	0.08	0.30	0.58		7205076	99090		79-09	২৬৭৭
	"	39.66	9.50	0.30	0.38	0.00	২৩০৬০৮৭	5708876	३ ৫९८৮२	3499	৩২৩৯	P-06:
যাদারিপুর	"	be.69	30.92	0.38	0.36	০.২১	3069346	৯১৬০২১	284448	7886	२४०४	২২৩৬
যানিকগঞ	<u>"</u>	₽9.8¢	25.87	0.00	0.00	0.01	7746909	2054540	786290	২৯৮	8-7	2008
মূলিগঞ	<u>,, </u>	90.0k	b.6 2	0.08	0.36	0.01	22PP-0P-d	\$090800 \$100000	778809	896	₹ \$00	26.2
मद्रमन िश्ह	,,	88.90	8.20	0.00	0.90	0.33	७५११५४	৩৭৪৮৫৯	700.97	ર 8₩	२৯৮১२	POQ4
नादावनगण	,,	82.68	6.80	0.08	0.00	0.58	74682-08	>648994	225469	996	78776	4864
नवनिरमी	<u> </u>	80.06	6.83	0.00	0.08	0.30	<i>১৬৫২১২৩</i>	7685874	709064	१९९	644	২৪৮৪
নেত্ৰকোনা	<u> </u>	b9.66	30.52	0.08	7.70	0.20	2009006	7674467	749045	956	39998	90340
রাজবাড়ি	<u> </u>	b4.90	30.32	0.08	0.00	0.06	P-06740	928063	209978	೨೦೦	996	600
শরিরতপুর	Ľ.	≥0.00	8.00	0.00	0.00	60.0	26,0057	97066A	87070	જ્ ર	977	৮৩৭
শেরপুর	<u> </u>	\$6.67	9,09	0.30	0.52	0.88	7700-659	304-4878	৩৪৫২৯	7720	70820	8284
টাসাইল	-	\$3.65	9.5%	0.08	6.83	0.59	७००२४२४	২৭৪৭৯২১	२७५४०५	১২৫৯	১২১৪০	¢003
पू णना वि.	<u> </u>	66.64	36.00	૦.૦૨	0,00	0.09	2667000	70000000	२०२४४४९१	ર8≽ર	৩৮২৬২	9878
বাপেরহাট	Ľ	99.86	૨૨.১৬	60.0	०.8२	90.00	7807005	১০৮৬৭৩	৩১৫৭২০	২৩৪	৬০২৩	₩ ₹
চুরাভাসা		≥6.90	ર.৯৬	0.03	0.44	0,00	P047#8	१४०१८)	২৩৮৭৮	797	১৭৫২	3
यरभाव	"	69.67	70'57	6.03	دد. ه	9,0	420 699 9	১৮২২৭৪৭	২৭৮৩১৫	২৬৩	8033	১৫৭২
क्रेनारेमर	,,	bb.09	96.4۷	0.00	۵.۵۵	0.09	7097520	7794956	76,9000	648	7848	8
पूज ना	"	90.00	ર૯.૧૯	0.03	0.69	0.06	4070@	১৪৭৭৮০২	67 <i>40</i> P	996	70676	১২৭৬
क्षिया	"	34.90	8.২২	6.03	0.03	0.03	740759	১৪৩৭৮৯৬	40043	२००	980	904
মাওরা	"	99.68	47.49	0,08	0.09	66.0	928029	৫৬৩৯৫৪	74844	087	€08	960
মেহেরপুর		69.05	3.26	6,0	3.36	0.03	P < 6 < 6 8	8 9 20-62	७२ ३५	Ob-	१४०२	258

জেলা/বি	মেট	1	R	ৰৌ	G .	चन्ता	মেটি	¥	R	বৌ	G .	۹.
वारणारम	300	V3.6V	3.00	0.63	0.0)	0.30	> 28665 98	77709-056	2240F5 6 F	484099	****	780987
								•				
विज्ञेनाम	"	bb.96	9.96	0.08	0.38	0.03	P74047P	900000	A74047	O83-2	78-08A	7400
বিভাগ												
वद्रधना	**	2.62	4.74	0.30	0.08	૦.૦૨	P82468	999090	**88*	3008	અર	705
ৰৱিশাল -		۵۹.۹ ۷	34.39	०.०३	0,69	0.00	२०११७७१	२०४८१४८	২৮৬৬৪২	607	১৩২১৭	৮২৩
ভোগা	١,	₩.90	8.38	(٥.٥	6,0	6.03	2400224	7#4008#0	92296	Ser .	39	176
बानकारि		60.64	30.06	0.03	૦.૦૨	6,03	<i>₽</i> 98507	#106A4	90029	97	788	P8
न्रेग्राचानी	.,	≥4.8৮	9.03	0.0	0.00	40.0	7840427	7060999	204590	7000	997	797
পিরোজপুর		P.70P	76.64	0.03	0,02	0,00	22220@p	300365	₹0 6866	740	294	1300
हें गा म		89.50	9.9>	9.33	૦.૨૨	0.00	₹8₹ \$0 % 8	23893 000	7497975	968636	6001-6	778 40
বিভাগ			L	L	<u> </u>			100-11	1-01	1-414	N 401	
वाननवान	"	85,00	0.62	98.55	3.00	2.03	509F368	339065	307k84 2084	200559	7P-6	4479
বি,বাড়িয়া চালপুর	,,	33.00	₹.8₹	0.00	6,03					700	000	77248
চালপুর চট্টপ্রাম	<u> " </u>	99.04	6.0b	0,00	0.03	0.00	44934380	4348059 440056	280000 789984	772-8-05	4949	2268
क्ष्मान कृषिका	"	₩.62 ₩.62	32,09	3.93	.,,,	_	8676663	8081-129	282982	8399	808	3000
	"	34,34	8.33	0.03	6.03	0.00	3990903	7982-577 8082-444	483784	96999	3922	3004
কল্পবাজার ক্লেনী	"			5.03	0,50					**		
কেন বাসভা রতি	"	P8.04	4.8b	0.03	0,00	6.03	25800A8	33434098	P-0480	5068 40	9980	39 2
বাদড়াস্তড় লক্ষিপুর	"	89.63	36.80	95. 26	0.93	0.09	6566668				P-0	790
লাকপুর নোরাখালি	"	38.30	0.59	0.03	0.03	6.03	5644588 2644588	28 00000	296780	96	7040	290
त्यावायाम बाकावाछि	"	38,64	€.₹F	0.03	3.90	0.07	4644488 604745	7840000	399980	31-83-03	2000	879
ग्रामानाठ ज्ञांका वि.	-"	34.04	6.50	0.03	0.00	0,08	406364	3676046	292 0 090	49909	363099	36953
9141 14.	"	2,44	0.01	0.04	0.00	0.08	UBU8136	00,0010	4140010	1400	363011	~~`
गंका	,,	38.30	46.9	0.01	0.83	0.03	4677554	४०२०७१२	887579	54.94	87096	76940
क्रिम नृत	,,	13.99	30.30	0.00	0.06	0.02	3984890	266625	390-496	6p	2040	ર૧૨
গাজিপুর	,,	32.39	6.96	۵.03	66.0	0.08	5047897	3645645	১৩৭৬৭৮	২ 00	২০১২৪	>>>
শোশালগ.		66,50	64.60	0,00	3.34	0.03	77465440	993562	७९ ऽ७२७	29	74807	२०8
জামালপুর	"	≥ ₩.>২	3.96	0,00	0.08	0.06	২১০৭২০৯	२०७१७७४	48870	96	F8F	7747
किरनाडमध	11	30,96	4.34	0,00	40.0	0.06	২৫৯৪৯৫৪	4804998	>₩8₩2	22	રલ્ક	76-07
यागविजून	"	¥9. 00	75'81	0.00	0.34	0.04	7789-087	7007474	780090	3	১৭২৯	১৭২
যানিকণত	"	49.49	30.0b	0,00	૦.૦૨	60.0	7546040	2766505	7/98PP	4	२५8	782
मृ णिगंश	,,	\$3. 29	r.00	6.03	0.30	40.0	১২৯৩৯৭২	7727075	770A08	700	ડ ૦૨૨	707
बद्धयनितरह	,,	30.00	0.98	۵.03	0.63	0.00	8869446	8-49949	794706	900	२१४४४	৩৪৭৩
नावासन्त्रम्	,,	38.66	.00				43 <i>90</i> 581r	506 JOPP	776767	≫ €	we	979
नवनिरमी		90.96	0.50	0,00	60.0	0,00	7496948	742474	7759000	৮২	787	7000
(नदस्थाना	<u> </u>	brb.642	30.2F	6.07	0.80	6.33	7994794	১৭৬২৫৩৪	২০৪২৯	748	79,906	২২৫৬
बाजगढ़ि		80,64	\$0.69	0.00	0.03	0.00	947900	P8 4474	300698	8	740	883
পরিরতপুর	<u> </u>	36.28	9,98	0,00	0,00	6,03	7025000	7087648	80897	46	80	704
শেৱপুর	<u> </u>	89.69	4.69	0.00	0.93	0,30	> 29 > 282	75081-08	98775	ಯ	3-078	2580
ग्रेमारेन	<u> </u>	34.89	9.33	0.00	0.00	0.03	9599656	9084369	5080PF	770	75250	483
कुनना वि. साम्बर्गाहे	-	P4.68	38.00	0.03	0.00	0.00	3890455P	>2(202)2	308893 908893	48	88976	829
বাপেরহাট চুয়াডালা	-	99.29	33.60	0.00	08.0	0.00	30043400	3054865	308843	62	7407	266
कृताकामा सरमाव	 	b9.58	77.69	0.00	0.34	0.00	3893668	2290990	53m0h87	93	4222	7660
ৰণোৱ বিনাইসহ		84.88 84.88	33.69	0.00	0.43	0.00	2643660	2826049	7 97 2402	797	F-06	909
पूज ना	-	96.00	30.03	0.03	0.00	0,08	२०१৮৯१১	7657779	(8063e0	369	76272	2065
कृष्टेवा -		79.00	0.23	0.00	0.00	0.08	2980266	7645768	64587	69	970	206.4
যাওয়া	-	bo.64	33.30	0.00	0.08	0.08	248077	99899	Septible	43	983	965
(मरह्दगुर	 	39.00	33.44	0.00	3.30	0.00	408/49	696965	6995	32	906/8	384
नक्षरिम	۱.	₩.83	93,83	6.00	0.09	6.02	697884	489903	281-00b	33	7946	335
সভবিদ্রা	۳-	bo.54	35.08	0.03	0.06	0.33	36-68-4C	7894579	960949	248	906.9	4398
शकनारी		89.60	3.09	0.03	0.00	0.86	905079-90	29000F28	300140	8903	204999	380 903
विकास				•				,,,,,,,,,		` '```		
रक्स	-	20.61	6.06	0.03	0.03	0,08	9070064	34778645	797654	239	666	2200
मिना वानुव	-	19,50	33.90	0,08	30.0	3.02	२७८२৮४०	3009000	647946	3030	29356	98706
4-		1			6							1
ণাইবাদ্বা	 -	22.00	9.36	0.03	0.30	0.40	570P7P7	389999b	26-0678	508	1109	8296
वानुसर्हि	-	V3.64	b.36	0.03	0.00	0,14	V844b4	961-018	96000	200	8934	8007
कृषियाम		300)	6.30	0.0)	40.0	0.09	393-2090	3 0000 0	320629	7#8	348	7504
					<u> </u>							

জেলা/বি	মেট	¥	fè .	ৰৌ	Ġ.	चना	মেটি	1	fit	ৰৌ	G.	4
ৰালোদেশ	\$00,00	30,00	V.08	0.64	6.0	0.38	38808 063	> 0 02089 -0 0	92233338	PP9457	8800à	२०२ऽ७१
বরিশাল বিভাগ	\$00,00	80.04	3.36	0,08	0.3%	0.00	P-056.PPP	9086850	964893	9339	20489	980
वक्कना	300,00	≥4.56	9.68	0.32	0,00	ډه.ه	F3-54F2	४२२७ १२	46446	PEOC	₹80	93
বরিশাল	\$00,00	৮ 9.99	33.69	6.03	0.00	0,00	২৩২৪৩১০	₹0800₽₽	२१১१०७	ચ્ચ	১২২২৭	48
ভোলা	300.00	99.64	9.88	0.00	6.03	0,00	ን ባዓ ቀባ ኦ ¢	2936894	67765	₩	93	90
ৰালকাটি	300,00	br0.00	\$0.06	0.00	0,02	(٥.٥	64-5669	53098 0	₩ ₽ 92	794	206	89
পটুৱাখালী	\$00,00	≥ 0.0≷	6.69	0.0	0.03	0,00	76-061-68	7850-07	706879	7066	980	69
পিরাজপুর	300,00	P6.04	36.93	०.०२	0.03	6.03	1770566	9562.96	7 0000 6	430	২১৬	4)
চট্টপ্রাম বিভাগ	\$00,00	79.67	9.00	9,00	0.44	04.0	464 0 079	২ ৫৪ ৬ ০২০২	₹00€008	t-bubbob	406.07	২ 9 68 8
वास्त्रवान	\$00,00	€0.9€	9,96	<i>9</i> 3.₩	۱۰.۵ و	8.00	01-1-005	>>90F9	20209	320083	03000	১৫ ৭২৬
वि,वाक्षित्रा	\$00.00	32.6 3	٩.8৬	0,00	6.03	6.03	₹₽808≱₽	२७२१४७०	577499	774	৩৮৯	২৮২
डोम न्द्र	\$00.00	04.0d	6.0 2	0,00	0.02	0.00	187 0 07A	২২৬৯২৪ ৬	786667	220	820	thr
हरेगा म	\$00.00	b+6.200	33.03	3.03	0.30	0.30	9656065	684K96	P-07878	757749	9848	9684
कृतिहा	\$00,00	36.30	8.93	60,0	40.0	60.0	<i>७७</i> ৮१२৮৮	6750870	562.706	8548	888	986
কল্পবাজার	٥٥,٥٥	P6.06	8.36	3.60	0.09	0.00	२२४४४०	4767 2 6A	>968b	७१४२२	7600	7064
(क् नी	\$00,00	≽8.>≥	6.90	0.00	6.03	6.03	2809092	7 06.5P-00	b-0990	8ob	78-5	383
ৰাগড়াছড়ি	\$00.00	88.69	36.63	09.66	0.66	٠.১৮	৬১৩৯১৭	२१८२०४	700796	২৩১৩০৯	8090	30PG
দক্ষিপুর	\$00.00	39.6¢	9.88	(٥.٥	6,03	0,00	39283 88	>669696	የ≽8১٩	১২০)o4	@o
নোয়াখালি		30,80	8.02	0.02	0,00	0.00	9704049	1966,960	780487	444	306	700
बाजामारि	\$00,00	94.30	6.09	৫৮.২৩	3.80	0,50	696969	40 366 0	200188	≎8 90 06	b446.0	649
गका वि.	\$00,00	80.06	6.44	0,00	0.09	0,08	84858879	88249004	₹ % ¢0 % ₹	76074	296870	১৬৭৫৭
ज	300.00	36.94	8.90	۷٤.٥	0.02	०.०२	3208 03 99	77800094	6 0000	20569	64068	२५४२
क्तिमनुद	\$00,00	8.0€	≥.8≎	0.00	0.00	0.00	7975969	7407700	700000	62	3400	849
গজিপুর	\$00,00	≥8. 0≷	¢.35	૦.૦૨	0,90	0.09	9809975	9500 000	<i>১৭৬</i> ৫৮২	407	₹06-80	1800
গোপালগৰ	300.00	66 .69	46.00	6.0	3.30	80.0	224874 274874	A06776	841090	40	75967	890
জাবালপুর	\$00,00	36.40	3.65	0.00	0.08	0.00	২২৯২৬৭৪	२२७२১৮১	0110 2	×	300	667
क्रिनावनक	\$00.00	₹9.8€	6.88	0.00	۵.03	80.0	२७३३७०१	२९४२००९	7626.00	72	২৬৯	3098
যাদারিপুর	300.00	64.6 0	34.30	0.00	60,0	0,00	7746765	১০২৩৭০২	P40584	96	7097	২৬
যানিক্সঞ	\$00.00	≥0.64	3.08	0.00	0,00	(٥.٥	<i>>७</i> ३२४७५	১ ২৬২২১৫	700096	08	889	704
মূলিশভ	200.00	27.75	9,20	0.00	84.0	0,00	7885-990	7051100	278 0 66	95	২০৩৯	64
मन्नमनी रह	00,00	\$4.95	49.0	0.00	0.00	0.09	७১১०२१२	8434449	72-00-54	776	₹ ₽88 ₽	9874
नातास्त्रनं 🛭	00,00	≥€.0 6	8.69	ده.ه	0,00	0.03	২৯৪৮২১ ৭	२४०२१४५१	788704	996	340	8
मानित्मी	\$00.00	38.00	0.60	0.00	0.03	6.03	২২২8৯8 8	२०३५५२३	>>646.02¢	46	767	700
নেরকোনা	\$00.00	49.96	3.00	0.00	0.54	0.30	২২২৯৬ 8২	২০০১৭৩২	₹0 9800	QB	74500	२२२७
ब्राजनाष्ट्रि	\$00.00	bb.9b	\$0.38	0.00	૦.૦૨	ده.ه	308 3 996	38 2654	306298	08	70.9	₽8
শরিরতপুর	\$00,00	₩.83	49.0	0,00	40.0	0.00	2746A58	7778407	83000	২৩	778	ŧ
শেৱপুর	00,00	36.90	ર.૯૧	0,00	0.66	0.00	7064056	7070679	88480	96	hibrit	7785
টালাইল	٥٥,٥٥٤	કર.૧ર	6.50	0,00	0.03	0.06	opotopo	9083696	২৪৬২৩৭	700	78756	૨૦૨૯
चूनन वि.	\$00.00	64.64	25.86	0.00	०.२৮	0.00	<i>>₹₩</i> 99€	84484004	40746A8	829	80369	3000
ৰাপেরহাট	\$00,00	b 3.30	36.46	0,00	0.83	0.00	28 <i>9</i> 6 020	7799-69-0	২ 90৮98	80	4776	842
চুয়াডাঙাগা	300,00	59.86	ર.જ	0,00	0.38	0.00	225076	>>00 00 0	56678	રર	76,940	664
वरनात	\$00,00	48,44	১ ১.૨૨	0.00	0.30	60.0	२१७८८८१	388474 5	970788	225	6666	₹6 00
किनादेशह	\$00,00	60,0€	3,87	0,00	0.04	0.00	8004864	7007094	7 04469 0	২৮	294	7007
पून ना	\$00,00	96.60	ર ર.₩	0,00	0.66	0.00	२०५७४१	3996983	१२ ११२१	39	76509	976
कृष्टेवा	\$00,00	39.03	ર.કર	0.00	60.0	0.00	77864-04	3884444	66495	93	૨ ૨૯	>00p
गंध्या	\$00.00	४२.० ১	39.34	0,00	0,00	0.08	P7F87P	446096	74844F	06	0300	२8७
म्बद्धार्थः	300,00	39.99	3.40	0,00	60.0	0.03	400000	480967	9490	78	6629	300
नकृष्टिन	300,00	47.54	34.66	0,00	0.08	0.00	923666	624624	708678	Ote	200	રસર
সা তবিদ্যা	300,00	47.84	39.90	0.00	0.03	0.32	7946949	১৬২৫ ৭৮২	067667	36	6396	1800
राजनारी	300.00	20.0≤	4.9	0.02	o.etr	0.83	74848464	>948665	30F4 695	669	65008	96806

উল্লিখিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বৌদ্ধদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিল। সবচেয়ে কম ছিল পাবনা জেলায়। এছাড়া ১৯৭৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তবে অন্যান্য জেলায় বৌদ্ধজনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল। ১৯৮১ সালে সবচেয়ে বেশী খাগড়াছড়ি জেলায়, তারপর বান্দরবান জেলায়। এখানে সবচেয়ে কম দেখা যায় শরিয়তপুর জেলায়। ১৯৯১ সালে সবচেয়ে বেশী ছিল রাঙ্গামাটি জেলায়, তারপর খাগড়াছড়ি জেলায় এবং বান্দরবান জেলায়। সবচেয়ে কম ছিল মেহেরপুর জেলায়। এছাড়া অন্যান্য বছরের মতো ২০১১ সালেও রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে বৌদ্ধ জনসংখ্যা বেশী ছিল আর সবচেয়ে কম ছিল ঢাকা বিভাগের রাজবাড়ি জেলায়।

সারণি (৩.৪) : বাংলাদেশে বৌদ্ধ জনসংখ্যার বিস্তরণ : ১৯৫১-২০১১ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্বে অর্থাৎ, ১৯৫১ সালের পূর্বে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক পরিসংখ্যান পাওয়া গেলেও সেখানে বৌদ্ধদের বিস্তার সম্পর্কে খুব একটা তথ্য-উপাত্ত তেমন পাওয়া যায় না। ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার বিভাগভিত্তিক ও জেলাভিত্তিক যে বন্টন পাওয়া যায় সেখান থেকে বৌদ্ধ জনসংখ্যার বিস্তরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ছিল চট্টগ্রাম বিভাগে ৩০১৩৯৭ জন যা মোট বিভাগীয় জনগোষ্ঠীর শতকরা ২.৫৭%। জেলা হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ২১৫০০০ জন (সব চেয়ে বেশী)। তারপর বাকেরগঞ্জ জেলায় ১৬৩৯৪ জন, চট্টগ্রাম জেলায় ৮২৬৭৯ জন এবং কমিল্লা জেলায় ২৬৫০ জন এবং সিলেট জেলায় ৭০৬ জন। ১৯৬১ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৫৮৪৬৯ জন। জেলা হিসেবে সবচেয়ে বেশী ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে ২৭৫৬৮১ জন, বাকেরগঞ্জ জেলায় ১২২৭৮ জন, চউগ্রামে ৭৮৩৭০ জন, কুমিল্লা জেলায় ২৮৮০ জন, দিনাজপুর জেলায় ১২২৮ জন, নোয়াখালী জেলায় ১৩৪৬ জন এবং ফরিদপুর জেলায় ৫৪৬ জন। ১৯৭৪ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ ছিল চট্টগ্রাম বিভাগে ৬২৭০৪২ জন এবং বরিশাল বিভাগে ৪৪৭১ জন। জেলা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ২২৮০০০ জন, চট্টগ্রামে প্রায় ৮৪০০০, পটুয়াখালীতে প্রায় ৩০০০, রাজশাহীতে প্রায় ৩০০০ জন।

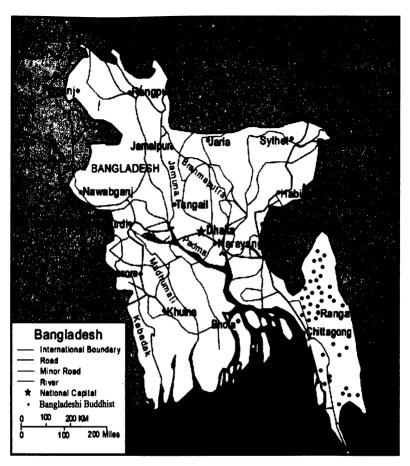
১৯৮১ সালে সবচেয়ে বৌদ্ধ বেশী ছিল চট্টগ্রাম বিভাগে ৫২৪৬১০ জন, জেলা হিসেবে রাঙ্গামাটি জেলায় ১৭৯৯৮৩ জন, খাগড়াছড়িতে ১৩৯১৬৬ জন, চট্টগ্রামে ৯৯৫৫৬ জন, বান্দরবানে ৭৫১৭২ জন, কক্সবাজারে ২৪০১১ জন, কুমিল্লায় ৪১২০ জন, ঢাকায় ২৮৩৮ জন, পটুয়াখালীতে ১৮৬১ জন, বড়গুনায় ১৮০৭ জন এবং রংপুরে ১২৫০ জন।

১৯৯১ সালে সবচেয়ে বেশী বৌদ্ধ ছিল চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৭৪৫২৮ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ২১৩০৩ জন। জেলা হিসেবে সবচেয়ে বেশি ছিল রাঙ্গামাটি জেলায় ২১৬০৬৭ জন। খাগড়াছড়িতে ১২১৬৩১ জন, বান্দরবানে ৮৭৬১৩ জন, কক্সবাজারে ৩০৮৫৩ জন, ঢাকায় ৬৩৫৭ জন, চট্টগ্রামে ১০৬৫৯৫ জন, কুমিল্লা য় ৫২৩৬ জন, নওগাঁয় ৩০০৪ জন, কিশোরগঞ্জে ২৮৯৯ জন, রংপুরে ২৯৩০ জন, ময়মনসিংহে ২৪৬৪ জন এবং বগুড়ায় ১৮২৬ জন।

২০০১ সালেও অন্যান্য বছরের মত চট্টগ্রাম বিভাগে বৌদ্ধ সবচেয়ে বেশী ছিল ৭৫৪৫৭৫ জন, এবং এর পরেই ছিল ঢাকা বিভাগে ৮২৬৪ জন। জেলা হিসেবে সবচেয়ে বেশী ছিল রাঙ্গামাটিতে ২৮৪৯০৬ জন, খাগড়াছড়িতে ২০৬৪৭৩ জন, চট্টগ্রামে ১১৮৪৩৫ জন, বান্দরবানে ১০৩৯৯৭ জন, কক্সবাজারে ৩৪৭৩৭ জন, ঢাকায় ৬৫৬৫ জন, কুমিল্লায় ৪১৭৭ জন, রংপুরে ২০৬০ জন, বগুড়া ২৯৭ জন, পটুয়াখালিতে ১৩৩৮ জন এবং দিনাজপুরে ১০৯৩ জন।

যথারীতি অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১১ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে বৌদ্ধ ছিল ৮৬৬৬৩৮ জন। তারপর ছিল ঢাকা বিভাগে ১৫০১৮ জন। জেলা হিসেবে সবচেয়ে বেশী রাঙ্গামাটিতে ৩৪৭০৩৮ জন, খাগড়াছড়িতে ২৩১৩০৯ জন, বান্দরবানে ১২৩০৫২ জন, কক্সবাজারে ৩৭৮২২ জন, ঢাকায় ১৩২৬ জন, ক্মিল্লায় ৪৯৩৪ জন, রংপুর ১৮৬৩ জন, বগুড়ায় ১১৫ জন, পটুয়ালীতে ১৩৫৫ এবং দিনাজপুর ৪৭৩ জন।

চিত্র : বাংলাদেশের সংখ্যাগারিষ্ট বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর অবস্থান।



জাতীয় পর্যায়ে বৌদ্ধদের শতকরা বন্টন ১৯৫১-২০১১ জাতীয় পর্যায়ে বৌদ্ধ এবং মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা বন্টন পরিসংখ্যান (সারণি নং ৩.২) থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মুসলমানদের প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। অপর দিকে বৌদ্ধ জনসংখ্যা ক্রমাম্বয়ে কমে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে।

সারণি (৩. ৫) : বৌদ্ধ জনসংখ্যার শতকা হার বন্টন ১৯৫১-২০১১

শুমারীর বৎসর	মুসলমান	বৌদ্ধ ০.৭ ০.৭	
7947	৭৬.৯		
১৯৬১	४०.8		
38P&C	৮৫.8	0.6	
7947	৮৬.৬	o.৬ o.৬	
८४४८	৮৮.৩		
২০০১	৮ ৯.৯	0.8	
२०১১	8.০৫	0.8	

অর্থাৎ, ১৯৫১ সালে থেকে ১৯৬১ সালে বৌদ্ধ শতকরা হার ছিল ৭%। তবে, ১৯৭৪ থেকে তাদের শতকরা হার কমে যায় অর্থাৎ ৬% হয়। প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হয়, ১৯৭১ সালে যুদ্ধ এবং নানাবিধ কারণে মৃত্যু। ২০১১ সালেও তাদের শতকরা ৬%। এখানেও বৌদ্ধদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পাবার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যায়, বৌদ্ধদের মধ্যে গৃহত্যাগী সন্ধ্যাসী রয়েছে যারা বিয়ে করতে পারে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার এটাও অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত।

সচরাচর জনসংখ্যা বিস্তরণ বলতে জনসংখ্যার বন্টনকে বোঝায়। এ অধ্যায়ে ১৯২১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বসাসরত বৌদ্ধদের শতকরা হার সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়। তাছাড়া বিভাগ হিসেবে কোনো কোনো বিভাগ এবং জেলা হিসেবে কোনো কোনো জেলায় বৌদ্ধদের সংখ্যা বেশী রয়েছে তা যথাযথভাবে তলে ধরা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকা

- 3. Bangladesh Bureau of Statistics, 2001, 2011, P. 97
- २. Survey of East Pakistan, 1961
- o. Survey of East Pakistan, 1961
- 8. Bangladesh Bureau of Statistics, 1981, p. 75.76
- c. Bangladesh Bureau of Statistics, 1991, P.107-111
- Bangladesh Bureau of Statistics, 1991, P.107-111
 Bangladesh Bureau of Statistics, 1991, P.107-111
- 9. Bangladesh Bureau of Statistics, 2001, P.101-103
- ъ. Bangladesh Bureau of Statistics, 2011, Р. 103
- ه. Bangladesh Bureau of Statistics, 2001, 2011, P. 103

চতুর্থ অধ্যায় বৌদ্ধ জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা

জনসংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিবর্তনশীলতা। কোনো একটি স্থানের জনসংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ববর্তী কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঐ জনসংখ্যার যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাই পরিবর্তনশীলতা। সাধারণ অর্থে জনসংখ্যা পরিবর্তনশীলতা বলতে উহার বৃদ্ধিকে বুঝায়। আভিধানিক অর্থে জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা বলতে উহার হ্রাস এবং বৃদ্ধি উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা বলতে ধনাত্মক বৃদ্ধি এবং খণাত্মক বৃদ্ধিকে বোঝায়। জনসংখ্যার পরিবর্তন নির্ভর করে জন্ম আন্তঃঅভিবাসনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মৃত্যু ও বহিঃগমনের ফলে জনসংখ্যা হ্রাস মূলত দুই বিপরীত শক্তির পার্থক্যের উপর। যদিও জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রধান উপাদান হলো

বৃদ্ধি এবং মৃত্যু ও বহিঃগমনের ফলে জনসংখ্যা হ্রাস মূলত দুই বিপরীত শক্তির পার্থক্যের উপর। যদিও জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রধান উপাদান হলো জন্মহার এবং মৃত্যুহার। কিন্তু অভিগমন ও এক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রাখে। কারণ অভিগমনের ফলে জনসংখ্যা হ্রাস ও বৃদ্ধি উভয়ই ঘটে। অর্থাৎ, জনসংখ্যা পরিবর্তন = জন্মহার - মৃত্যুহার + নীট অভিগমন । সুতরাং জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে প্রজননশীলতা, মরণশীলতা, এবং অভিগমনের কথা উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য যে প্রজননীলতা এবং মরণশীলতা পার্থক্যজনিত পরিবর্তনকে প্রজননমূলক পরিবর্তন বা স্বাভাবিক বৃদ্ধি বলা হয়।

জনসংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উহা সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল। জনসংখ্যা নীতিনির্ধারণের জন্য জনসংখ্যার এই পরিবর্তন মাত্রা ও ধারা জানা অত্যাবশ্যক।

জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও মুসলিম জনসংখ্যা ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, ১৯২১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও মুসলিম পরিবর্তনশীলতা পর্যাক্রমে আলোচনা করা হলো।

১৯২১ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৩২৫৪০০০ জন, সেখানে শুধু মুসলিম ছিল প্রায় ২২৬৪৬০০০০ জন যা মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৬৮.১%। ২০১১ সালে মোট জনগোষ্ঠীর ১২৪৩৫৫২৬৩ জনের মধ্যে মুসলমান হচ্ছে ১১১৩৯৩২৫০ জন যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৯.৬%। অর্থাৎ, ১৯২১-২০০১ সাল এ সময়ের মধ্যে মুসলমান শতকরা ২.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে ১৯২১ সালে বৌদ্ধদের পরিমাণ খুব অল্প ছিল তাই সেটা শতকরায় প্রকাশরা সম্ভাব হয়নি । ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪১৯৩৩০০০ জন সেখানে বৌদ্ধ প্রায় ৩১৯০০ জন অর্থাৎ, ০.৭%। ২০০১ সালে বৌদ্ধ ছিল ৭৭৩৯৪৯ জন যেটা মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ০.৬%। সুতরাং বলা যায় যে, ১৯৬১ সালে থেকে ২০১১ সাল এ সময়ে বৌদ্ধ শতকরা ০.১% কমলেও ১৯২১ - ২০১১ সালে ০.৬ বৃদ্ধি হয়। ১৯২১ সালে বৌদ্ধ একেবারে কম। তাই শতকরায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

বৌদ্ধ ও মুসলমানদের এ রকম পরিবর্তনের পেছনে অনেকগুলো কারণ দায়ী। ১৯২১ সালে থেকে ১৯৩১ সালে মুসলমান অনেকটা কমে যায়। দুর্ভিক্ষ, খরা, মহামারী ইত্যাদির কারণে মৃতুহার বেড়ে যাওয়াই এর অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে। ১৯৪১ সালে থেকে ১৯৫১ সালে মুসলমান ১০.১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যেটাকে জনসংখ্যার স্থান পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। ১৯৪৭ সালের পর ভারত থেকে আসা মুসলমানের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া হিন্দুর সংখ্যা বেশী ছিল। ১৯৬১ সালে থেকে ১৯৭৪ সালে জনসংখ্যার পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি আবার মুসলমানের হার ও বৃদ্ধি পায়। অধিক জন্মহার, মৃত্যুহার হ্রাসের ফলেই এমনটা হয়েছে ধারণা করা হয়। ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১ সালে

মুসলমান জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পায়। বৌদ্ধ জনসংখ্যার কোনো পরিবর্তনশীলতা দেখা যায় না।

সারণি (৪.১) : বাংলাদশে বৌদ্ধ জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা শতকরা হার ১৯২১-২০১১

১৯২১, ১৯৩১ ও ১৯৪১ সালের গণনায় বৌদ্ধ জনসংখ্যার পর্যাপ্ত না থাকায় শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ছিল শতকরা ০.৭% এবং ৩১৮৯৫১ জন। এর মধ্যে শুধু মাত্র চট্টগ্রামে বিভাগেই ছিল ৩০১৩৯৭ জন অর্থাৎ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় মোট জন সংখ্যার হার শতকরা ২.৫৭%।

১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে মোট জনসংখ্যা ছিল ১৩৬২৯৬৫০ জন। এ জনসংখ্যা মধ্যে বৌদ্ধ ৩৫৮৪৬৯ জন অর্থাৎ, শতকরা ২.৬৩%। সুতরাং ১৯৫১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে এখানে বৌদ্ধ শতকরা ০.৪% বৃদ্ধি পায়।

১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে মোট জনসংখ্যা ছিল ১৮৬৩৫৯০২ জন। এ জনসংখ্যার মধ্যে বৌদ্ধ ২২৬২২০৭ জন অর্থাৎ, শতকরা ২.২৯%। সুতরাং ১৯৬১ সালের তুলনায় এখানে বৌদ্ধ শতকরা ০.৩৪% কমে যায়। ১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে মোট জনসংখ্যা ছিল ২২৫৯৫৫৮৮ জন এবং এর মধ্যে বৌদ্ধ ৫২৪৬১০ জন অর্থাৎ, শতকরা ২.৩২%। সুতরাং ১৯৭৪ সালের তুলনায় এখানে এ সময়ে শতকরা ০.০৩% বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে মোট জনসংখ্যা ছিল ২৭২৮৭৯৫৭ জন এবং এ জনসংখ্যার মধ্যে বৌদ্ধ ৫৭৪৫২৮ জন অর্থাৎ, শতকরা ২.১১% কমে যায়। ১৯৮১ সালের তুলনায় এখানে বৌদ্ধ শতকরা ০.২১% কমে যায়।

২০০১ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে মোট জনসংখ্যা ছিল ১৪১৯০৩৮৪ জন এর মধ্যে বৌদ্ধ ছিল ৭৫৪৫৭৫ জন অর্থাৎ, শতকরা ৩.১১%। ১৯৯১ সালের তুলনায় এখানে বৌদ্ধ শতকরা ১.০০% বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে বৌদ্ধরা চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত হওয়ায় চট্টগ্রাম বিভাগে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর শতকরা পরিবর্তন উল্লেখ করা হলো।

জেলা হিসেবে ১৯৭৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সবচেয়ে বেশী ছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৮১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে এ হার ছিল ৫৫.০%। বান্দরবানে ৪৩.৮৪%, খাগড়াছড়িতে ছিল ৪৯.৯৮% এবং রাঙ্গামাটিতে ৫৯.৬৫%।

১৯৯১ সালে বান্দরবানে বৌদ্ধ ছিল ৩৮.০০%। খাগড়াছড়িতে ছিল ৩৫.৫১%, রাঙ্গামাটিতে ৫৩.৮৩%। অর্থাৎ, ১৯৮১ সালের তুলনায় বান্দরবানে ৫.৮৪% কমেছে, খাগড়াছড়িতে ১৪.৪৭% কমেছে, এবং রাঙ্গামাটিতে ৫.৮২% কমেছে।

২০০১ সালে বান্দরবান জেলায় বৌদ্ধ ছিল ৩৪.৮৮%, খাগড়াছড়িতে ৩৯.২৮, রাঙ্গামাটিতে ৫৬.০৬% অর্থাৎ, ১৯৯১ সালের তুলনায় এসময়ে বান্দরবানে বৌদ্ধ ৩.১২% কমেছে। খাগড়াছড়িতে ৩.৭৭% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাঙ্গামাটিতে ৩.০৩% কমেছে।

২০১১ সালে বান্দরবান জেলায় শতকরা বৌদ্ধ ছিল ৩১.৬৮%, খাগড়াছড়িতে ৩৭.৬৮% এবং রাঙ্গামাটিতে ৫৮.২৩%। অর্থাৎ ২০০১ সালের তুলনায় এ সময়ে বান্দরবানে জনসংখ্যার শতকরা হার কমেছে ৩.২৯%। খাগড়াছড়িতে বৌদ্ধদের শতকরা হার কমেছে ১.৬০। ২০০১ সালের তুলনায় ২০১১ সালে রাঙ্গামাটিতে বৌদ্ধদের শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়েছ ২.১৭%।

সুতরাং দেখা যায়, যে সব জায়গায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় রয়েছে সেগুলোর একটি জনসংখ্যা কিছুটা কমলেও আরেকটিতে শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়েছে। অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের পরিবর্তনশীলতার ধারণা উপস্থাপন করা হয়। এখানে কোনো কোনো বিভাগে এবং কোনো কোনো জেলায় বৌদ্ধ জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা কমেছে কিংবা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সম্পর্কে জানা যাবে।

পঞ্চম অধ্যায় বৌদ্ধ জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি

সাধারণত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির গতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের হয়। আবার একই দেশের বিভিন্ন সময়ে প্রবৃদ্ধির গতি ভিন্ন ভিন্ন রকমর হয়। জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও বটে। জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতার ন্যায় জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণেও জনসংখ্যা বিষয়ক পরিকঙ্গনা প্রণয়নের ন্যায় অত্যাবশ্যক। জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণের প্রধান নিয়ামক জন্মহার ও মৃত্যুহার। এ ছাড়া অভিগমনও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একধরনের প্রভাব বিস্তার করে। কারণ হিসেবে বলা যায়, অভিগমনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং হ্রাস উভয়ই ঘটে। প্রবৃদ্ধির প্রকৃত মাত্রা নির্ধারণের জন্য জন্মহার এবং মৃত্যুহারের পার্থক্যের সাথে নীট অভিগমনকে যুক্ত করা হয়।

অর্থাৎ, জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি = জন্মহার - মৃত্যুহার + নীট

অভিগমন:

বৌদ্ধ জনসংখ্যার উপর প্রণীত বইয়ের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশে তাদের জনসংখ্যার চক্র প্রবৃদ্ধি হার (Exponential growth rate) নির্ণয় করা হয়েছে। মোট জনসংখ্যা এবং মুসলমানদের সাথে এ জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধি হারের তুলনা করার জন্য ১৯২১ সালে থেকে ২০১১ সালে পর্যন্ত বিভিন্ন আদমশুমারী বছরের এবং জেলাভিত্তিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহত্তম মুসলমানের সাথে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির সুস্পষ্ট চিত্র এবং তার কারণ সূক্ষাতিসূক্ষভাবে নির্ণয় করাও অধিকতর সহজ হয়।

সারণি (৫.১) : বিগত বছরে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ১৯০০-২০১১

সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যার হ্রাস যেমন হয় তেমনি আবার বৃদ্ধি ঘটেছে। আবার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধির হারেও অনেক তারতম্য পরিলক্ষিত করা याग्र ।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধির হার

১৯২১ সালে বাংলাদেশে মুসলমানছিল শতকরা ৬৮.১%, ১৯৩১ সালে ছিল শতকরা ৬৯.৫%, ১৯৪১ সালে ছিল শতকরা ৭০.৩%, ১৯৫১ সালে ছিল শতকরা ৭৬.৯%, ১৯৬১ সালে ছিল শতকরা ৮০.৪%, ১৯৭৪ সালে ছিল শতকরা ৮৫.৪%. ১৯৮১ সালে ছিল শতকরা ৮৬.৭%. ১৯৯১ সালে ছিল শতকরা ৮৮.৩%, ২০০১ সালে ছিল শতকরা ৮৯.৬% এবং ২০১১ সালে ছিল শতকরা হার ৯০.৪%। সুতরাং দেখা যায়, মুসলমানের হার ক্রমেই वृष्कि পেয়ে চলেছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যায়, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মুসলমানেরা এ দেশে আগমন এবং ঐ সময়ে অধিক জন্মহার। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধদের মধ্যে জন্মহার কমলেও শেষে শতকরা হার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

হিন্দু জনগোষ্ঠর প্রবৃদ্ধির হার

১৯২১ সালে বৌদ্ধদের ছিল ৩০.৬%, ১৯৩১ সালে ছিল ২৯.৪%, ১৯৪১ সালে ছিল শতকরা ২৮.০%, ১৯৫১ সালে শতকরা ২২.০%, ১৯৬১ সালে ছিল শতকরা ১৮.৫%, ১৯৭৪ সালে ছিল শতকরা ১৩.৫%, ১৯৮১ সালে ছিল শতকরা ১২.১%, ১৯৯১ সালে ছিল শতকরা ১০.৫% এবং ২০০১ সালে ছিল শতকরা ৯.৩%। অর্থাৎ দেখা যায় যে, ১৯২১ সাল থেকে ২০০১ সালে এ সময়ে হিন্দু জনগোষ্ঠী ৩০.৬% থেকে ৯.৩% এ নেমে আসে এবং ২১.৩% কমে গেছে। ২০১১ সালে তাদের শতকরা হার ৮.৫%। অর্থাৎ ২০০১ সালের চেয়ে ০.৮% কমে যায়। দেশ ত্যাগ মহামারী, খরা, ইত্যাদির কারণে অধিক মৃত্যুহার এ জন্য অনেকটা দায়ী এমনটি বলা যায়। এ ছাড়া ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের ফলে এদেশ থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠীর একটি অংশ ভারতে চলে যায়। হিন্দু জনগোষ্ঠীর শতকরা হার কমার আরেকটি কারণ হলো তাদের মধ্যে জনাহার কম ছিল।

বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধির হার

১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪১ সালে এ সময়ের (১০ বছরের) মধ্যে এদেশে বসবাসরত বৌদ্ধদের জনসংখ্যা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অন্যান্যদের সাথে এ জনগোষ্ঠীকে অর্প্তভুক্ত করা হয়। ১৯৫১ সালে তাদের শতকরা হার ছিল ০.৩%, ১৯৬১ সালে ০.৩%, ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ সালে এ শতকরা হার ০.৬% হয়। ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালে বৌদ্ধদের শতকরা হার ০.৭% ছিল। ১৯৭৪ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তাদের শতকরা হার ০.৬%। সুতরাং দেখা যায়, ১৯৫১-২০০১ সালে বৌদ্ধ জনসংখ্যা কমলেও ১৯২১ সাল থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

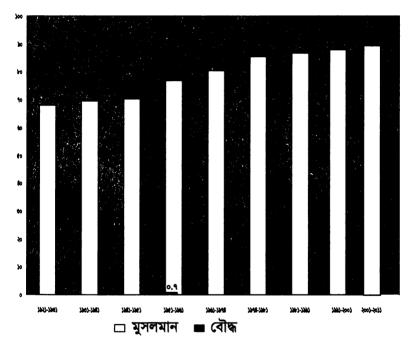
খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর হার

১৯৩১ সালে জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ছিল ০.২%, ১৯৪১ সালে শতকরা ০.১%, পরবর্তী সময়ে ১৯৬১-২০০১ ও ২০১১ সালে এ জনগোষ্ঠীর পরিমাণ অপরিবর্তিত শতকরা ০.৩%। সুতরাং বলা যায়, ১৯২১ সালে থেকে ২০১১ সালে তাদের জনসংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধির হার

১৯২১ সালে অন্যান্য জনগোষ্ঠী শতকরা হার ছিল ১.৩%। পরবতীতে ১৯৩১ সালে ১.০%, ১৯৪১ সালে ১.৬% ১৯৫১ সালে ০.১%, ১৯৬১ সালে ০.১%, ১৯৭৪ সালে ০.২%, ১৯৮১ সালে ০.৩%, ১৯৯১ সালে ০.৩% এবং ২০০১ ও ২০১১ সালে ০.২%। সুতরাং দেখা যায়, ১৯২১ সালে থেকে ১৯৪১ সালে এ অন্যান্য জনসংখ্যা একটু বৃদ্ধি পেলেও ১৯৫১ সালে হঠাৎ কমে যায় এবং তারপর থেকে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। মূলত মুসলমান জনসংখার হার বৃদ্ধি এর অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে। উপরি-উক্ত আলোচনার পরিপেক্ষিতে বৌদ্ধ ও মুসলিম জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধিও হার নিম্নে একটি লেখ চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

বৌদ্ধ ও মুসলমান জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার (১৯২১-২০১১)



সারণি (৫.১) : গ্রাম ও শহর ভিত্তিক বৌদ্ধ ও মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা বন্টন

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর ভিত্তিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, এখানে মুসলিম হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। এছাড়া অনেক সময় গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যাও খুব একটা তারতম্য দেখা যায় না। সকলের পাঠে সুবিধার্থে নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

গ্রাম ও শহর ভিত্তিক বৌদ্ধ ও মুসলিম জনসংখ্যা ১৯৮১ সাল ১৯৮১ সালের জরিপে দেখা যায় যে, শতকরা বন্টন হিসেবে মুসলমান হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। গ্রামের জনসংখ্যা শহরের তুলনায় কিছু কম। ১৯৮১ সালে শহরে মুসলমান ছিল শতকরা ৮৬.৬% এবং গ্রামীণ মুসলমান ছিল শতকরা ৮৬.৯%। পক্ষান্তরে শহরে বৌদ্ধদের ছিল শতকরা ০.৩% এবং গ্রামীণ

বৌদ্ধ ছিল শতকরা ০.২%। নিচে সারণিতে ১৯৮১ সালের বৌদ্ধ ও মুসলিম-এর শতকরা বন্টন উল্লেখ করা হলো।^১

স্থান	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
বাংলাদেশ	\$00.00	৮৬.৬	۵ ۷.۵	0.6	0.0	0.0
গ্রামীন	\$00.00	৮৬.৯	<i>۵</i> ۵.۷	0.0	٥.৮	0.২
শহরে	\$00.00	৮৬.৬	১ ২.২	০.৬	ం.৩	ం.৩
সকল	\$00.00	8.46	٩.8	૦.૨	٥.৮	০.২
বিভাগ						
চউ্ডথাম	\$00.00	৮৮.২	\$0.8	0.9	ం.৩	0.২
ঢাকা	\$00.00	১. ৫	<i>৫.</i> ৮	۷.۵	9.0	0.২
খুলনা	\$00.00	৮৬.৭	৯.৫	0.0	৩.৭	٥.১
রাজশাহী	\$00.00	ढ. ८ढ	٩.২	0.0	০.৬	0.0

গ্রাম এবং শহরভিত্তিক বৌদ্ধ ও মুসলমান জনসংখ্যা ১৯৯১

১৯৯১ সালের ধর্মভিত্তিক জরিপে দেখা যায় যে, মুসলমান হচ্ছে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এবং গ্রাম এবং শহরে এর পরিমাণ প্রায় একই রকম। গ্রামীণ জনসংখ্যা শহরের তুলনায় কিছুটা কম। গ্রামীণও শহরে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর অবস্থা প্রায় একই রকম।

নিচে ১৯৯১ সালের গ্রামীণ এবং শহরে বৌদ্ধ ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর শতকরা হার বন্টন করা হলো।

ধর্মভিত্তিক জনগোষ্ঠী	বাংলাদেশ	শহর	গ্রামীণ
মোট	\$00.00	\$00.00	\$00.00
মুসলমান	৮৮.৩	৮৮.৮	৮৮.২
হিন্দু	30.0	۵۰.۵	১०.७
বৌদ্ধ	0.8	0.8	0.8
খ্রিস্টান	0.9	0.9	0.9
অন্যান্য	0.9	٥.٥	0.9

গ্রাম এবং শহরভিত্তিক বৌদ্ধ ও মুসলমান জনসংখ্যা ২০০১ সাল

২০০১ সালের জরিপেও দেখা যায় বাংলাদেশে মুসলমান হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। এ সময় শহরের মুসলমান গ্রামীণ মুসলমানের তুলনায় বেশী ছিল। শহর ও গ্রামীণ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় একই ছিল। নিচে ২০০১ সালের গ্রাম ও শহরভিত্তিক বৌদ্ধ ও মুসলমানের শতকরা হার বন্টন করা হলো।

ধর্মভিত্তিক জনগোষ্ঠী	বাংলাদেশ	শহর	গ্রামীণ
মোট	\$00.00	\$00.00	\$00.00
মুসলমান	৮৯.৬	৯०.২	৮৯.৪
হিন্দু	৯.৩	৮.٩	১.৫
বৌদ্ধ	০.৬	0.৬	০.৬
খ্রিস্টান	0.0	0.8	0.0
অন্যান্য	0.2	۷.٥	0.২

নিচে ২০১১ সালের গ্রাম ও শহরভিত্তিক বৌদ্ধ ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর শতকরা হার বন্টন করা হলো।⁸

ধর্মভিত্তিক জনগোষ্ঠী	বাংলাদেশ	শহর	গ্রামীণ
মোট	\$00.0	٥.٥٥د	\$00.0 \$0.26 \$.66 0.90
মুসলমান	রত.তর	৯০.৮২	
হিন্দু	৮.৫৪ ০.৩১ ০.৬২	۵.70	
বৌদ্ধ		0.00	
প্রিস্টান		دو.٥	
অন্যান্য	0.28	0.09	0.36

উল্লেখ থাকে যে, বিবিএস - এ ১৯৮১ সালের পূর্বে ধর্মভিত্তিক জরিপ থাকলে গ্রাম ও শহরভিত্তিক বিভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান সেখানে পাওয়া যায় না। তাই সঙ্গতকারণে এখানে ১৯৮১-২০১১ সাল পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

জনুত্রহণ করলে মৃত্যু অবধারিত। প্রকৃতির অমোঘ সত্য কথা এটি। এখানে বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধদের জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ১৯২১ সাল থেকে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধির হার আলোচনা করা হয়। ১৯৮১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ধর্মভিত্তিক শহর ও গ্রামীণ লোকসংখ্যার শতকরা হার হিসেবে তুরে ধরা হয়।

তথ্য নির্দেশিকা

- 3. Bangladesh Bureau of Statistics 1981, P.75
- 2. Bangladesh Bureau of Statistics, 1981, P. 75
- o. Bangladesh Bureau of Statistics 1981, P. 98
- 8. Bangladesh Bureau of Statistics 2011, P. 87

উপসংহার

সজলা-সুফলা শস্য শ্যামলার দেশ বাংলাদেশ। আয়তনের দিক থেকে এ বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ। তবে জনসংসংখ্যার দিক দিয়ে দেশটি অত্যন্ত জনবহুল ও জনঘনত্বপূর্ণ এবং কিছু কিছু অঞ্চল ব্যতীত দেশের প্রায় সব অঞ্চলে জনঘনত্বের আধিক্যতা পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক কারণে এবং জনগণের শিক্ষার হার কম থাকার কারণেই এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী। যে অঞ্চলে জীবনধারণের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেসব অঞ্চলে জনসংখ্যার বিস্তরণ বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে বৌদ্ধদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী হচ্ছে বাংলাদেশের তৃতীয়। আনুপাতিক হারে তাদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। এ দেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচছে। তবে এটা ঠিক যে, বৌদ্ধদের সংখ্যা হ্রাস না পেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯২১ সালের পরবর্তী সময় থেকে বৌদ্ধ জনসংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের স্বাক্ষরতার হার, শিক্ষার মান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বিভিন্ন পেশাসহ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিষয়ে তাদের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়েও তারা বিভিন্ন অবদান রেখেছে এবং রেখে চলেছে প্রতিনিয়ত।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

আবদুল হক চৌধুরী, প্রবন্ধ বিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৯৫ আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামে সমাজ ও সংস্কৃতি, ১৮৯৮ আবদুল মাবুদ খান্ পটুয়াখালী ও বরগুণা জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়, ২০০৬ খুরশীদ আরম সাগ ও, আদিবাসীদের কথা, ঢাকা, ২০০৬ জিতেন্দ্র লাল বড়য়া, আত্মঅন্বেষা : বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, ১৯৯৯ দीনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪১ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, শাসনবংশ, কলকাতা, ১৯৬২ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৯৯৬ প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির অনুদিত, মহাবর্গ, কলকাতা, ১৯৬২ প্রভাংশ্ব মাইতি, ভারতে ইতিহাস পরিক্রমাা, কলিকাতা, ১৯৯৯৫ প্রনব কুমার বড়য়া, বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি ঢাকা, ২০০৭ বিরাজমেহান দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, রাঙ্গামাটি, ২০০৫ বিমান চন্দ্র বড়য়া, বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়য়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পিএইচ.ডি থিসিস, অপ্রকাশিত, ২০০৭ মুহাম্মদ আবদুল বাতেন, বাংলাদেশের ম্রো উপজাতির জীবনধারা, ঢাকা, ২০০৩ মুহাম্মদ মুস্তাফা মজিদ, পটুয়াখালির রাক্ষাইন উপজাতি, ঢাকা, ১৯৯২ রামকান্ত সিংহ, বাংলাদেশের নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠী, ১৯৯৯ রাখী রায়, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ঢাকা, ২০০৭ শরবিন্দু শেখর চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামেরর জুম্ম জনগণের ইতিকথা এবং তাদের স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন, ২০০২ সতীশ চন্দ্র ঘোষ, চাকমা জাতি, কলিকাতা, ২০০২ সুগত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৩ সুপ্রিয় তালুকদার, চম্পক নগরের সন্ধানে : বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি, রাঙ্গামাটি, ददद

ইংরেজি

Bangladesh Bureau of Statistics, (1981-2001)
Dr. Suniti Bhusan Qanungo, A History of Chittagong, Vol.1
1988
Dilin K. Chalumbari, Amaient Bangladesh, Dhalas 2001

Dilip K. Chakrabarti, Ancient Bangladesh, Dhaka, 2001 Geztteer of Burma, vol-1, Delhi, 1987

Hervey G. E, History od Burma, London, 1967 H R Risely, Tribes and Caste of Bengal, Calcutta, Vol-11, Niru Kumer Chakkma, Chittagong Hill tracts and Buddhism, 1983

R. G Latham, Tribes and Races, Delhi, 1987 Rabindra Bijoy Barua, Thravada Sangha. Dhaka, 1978 Survey of East Pakistan, Journal of the Asitic Society of Bengal, Vol-x111, Part-1, 1984

প্রবন্ধ

গৌতম সেন গুপ্ত, নীহার রঞ্জন রায়ের গবেষণা উন্মেষপর্ব : ব্রহ্মদেশ, জগজ্জ্যোতি, ২৫৫০তম বুদ্ধ জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা।

চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া সম্পাদিত, সমুজ্জ্বল সুবাতাস, ২০১০ সমাজ নিরীক্ষণ, প্রবন্ধ : আদিবাসী চাক সম্প্রদায়: একটি নৃতান্তিক পর্যালোচনা, মিটু চৌধুরী, ২০১১

চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া সম্পাদিত, সমুজ্জ্বল সুবাতাস, প্রবন্ধ : খুমি সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সি অং খুমি, ২০০৮

চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া সম্পাদিত, সমুজ্জ্বল সুবাতাস, প্রবন্ধ: মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি, মংক্যশোয়েনু নেভী, ২০০৮

চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া সম্পাদিত, সমুজ্জ্বল সুবাতাস, প্রবন্ধ : ৮ মেনলে ম্রো মো জনগোষ্ঠী, বুদ্ধ জ্যোতি চাকমা, ২০০৬

স্থপতি বিশ্বজিৎ বড়ুয়া, উত্তরণ, প্রবন্ধ : আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ২০১১

ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় সম্পাদিত, সৌগত, প্রবন্ধ, জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবন, ২০১৫